14	15	16	17

18	19
6897	
5	
4	68
	59 / 34

process.	process issued.	case and date	
1	2	3	4

ব্রজগাথা।

মর্ম্মগাথা, প্রেমগাথা, অমিয়গাথা

ও

নারীধর্ম্মপ্রণেত্রী

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী সরস্বতী

প্রণীত।

"চৈতন্যলীলা সুমধুর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
দুঁহে মিলি হয় সুমাধুর্য্য।
সাধু গুরু-প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্যপ্রাচুর্য্য॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

১৩০৯

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

কলিকাতা,
১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,
"কালিকা ষ্টীম্-মেসিন্-যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উৎসর্গ।

আমি বনলতা এই সংসার মাঝার,
দিয়াছেন পিতা মাতা যেই সহকার—
সেই প্রেম-তরুবরে করিয়া আশ্রয়,
উঠিতেছে এ হৃদয়ে কত তানলয়।
কত ভাবে কত রূপে,
হৃদি মথি চুপে চুপে,
মিশেছে বিশ্বের বুকে সে কাকলীচয়।
ইহা তারি এক কণা, ছানিয়া পরাণ—
আমার সে তরুবরে দিনু অর্ঘ্যদান।

নগেন্দ্রবালা।

ভূমিকা।

ব্রজগাথা-রচয়িত্রী শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী বঙ্গীয় সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত। ইহাঁর রসময়ী লেখনীনিঃসৃত মর্ম্মগাথা, প্রেমগাথা এবং অমিয়গাথার দ্বারা ইহাঁর কবি-প্রতিষ্ঠা বঙ্গব্যাপিনী হইয়াছে। বঙ্গের অনেক সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রিকা এবং বঙ্গীয় সাহিত্যজগতে কৃতী ব্যক্তিগণ মুক্তকণ্ঠে ঐ পুস্তকগুলির সুখ্যাতি করিয়াছেন এবং লেখিকাকে সাগ্রহে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন। ফলতঃ যাঁহার লেশমাত্র সহৃদয়তা আছে, তিনি গাথাত্রয়ের রচনার সুকুমার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবেন ইহা বলিলে অতিশয়োক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। গাথাত্রয়ের কবিতার মত অক্লিষ্ট অব্যাজমনোহর সরলতরল রচনা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে নিতান্ত বিরল। উহার বিশেষত্ব এই যে উহাতে পরিচ্ছদের এবং অলঙ্কারের কোন আড়ম্বরই নাই, অথচ উহার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে হৃদয় দ্রবীভূত হয়। মহাকবি ভারবির

"ন রম্যমাহার্য্যমপেক্ষতে গুণম্"

এই চিরপ্রসিদ্ধ উক্তি নগেন্দ্রবালার কবিতার প্রতি সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। ইহাতে কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই। কবিতা হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, সুতরাং স্বতঃই হৃদয়ে প্রবেশ লাভ

করে। অল্প এবং অতি সহজ কথায় রাশি রাশি ভাব সান্দ্রীকৃত হইয়া কবিতাগুলি পাঠকের কল্পনাকে যেন অনন্ত-ভাবরাজ্যের নিভৃততম, অতর্কিত এবং অনাবিষ্কৃত প্রদেশে লইয়া যায়, লুপ্তভাবগুলিকে পুনরুদ্ধৃত এবং সুপ্তভাব গুলিকে প্রজাগরিত করিয়া দেয়। উহার অপ্রগল্ভ মাধুরী কেবল অনুভবের বিষয়, উহা বিশ্লেষণক্ষম নহে।

ইতিপূর্ব্বে যে তিন গাথা প্রকাশিত হইয়াছে, ব্রজগাথার কবিতা সেগুলির রচনা হইতে ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত। রচয়িত্রী তাঁহার স্নেহময় স্বামীর সদৃষ্টান্তে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণবশাস্ত্র এবং প্রেমপ্রধান প্রাচীন বৈষ্ণব কাব্যের রীতিমত অনুশীলন করিয়াছিলেন এবং সেইভাবে অনুভাবিত হইয়া তাঁহার দীক্ষাগুরু শ্রীমন্নিত্যসখা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আদেশে বৈষ্ণব কবিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক ব্রজগাথা রচনা করিয়াছিলেন। কেবল ভাবে নহে, ভাষাতেও ব্রজগাথা প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের প্রদর্শিতপদবী অনুসরণ করিয়াছে। সুমধুর ব্রজবুলি আয়ত্ত করিয়া উহার যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা রচয়িত্রী কাব্যের মাধুরী কিরূপ ফুটাইয়াছেন, সহৃদয় পাঠক পাঠমাত্রেই উহা বুঝিতে পারিবেন।

ব্রজগাথা ধর্ম্মসম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক হইলেও কাব্যাংশে পূর্ব্বোক্ত তিন গাথা অপেক্ষা হীনকল্প নহে। নায়ক নায়িকাগণের উক্তি প্রত্যুক্তির চতুরতা, সরসতা এবং নাটকীয় ছটা ইহার সৌন্দর্যে প্রধান উপাদান। আদি রসাত্মক হইয়াও এই নর্ম্মোক্তি

এরূপ মর্য্যাদা-সংযত হইয়াছে যে, উহা মার্জ্জিত নব্য রুচিরও কোন অংশে অননুমোদনার্হ বোধ হয় না। সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ হইলেও ব্রজগাথার স্থানে স্থানে সার্ব্বভৌমিক আধ্যাত্মিক ভাবের সুন্দর বিকাশ দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল।

"বৃথা কেন কর রোষ, মোর তরি বিনা আর
কভু না পারিবে হতে এ দুরন্ত নদীপার,
শুনলো শপথি তোর,
প্রতি ঘাটে তরি মোর,
লক্ষ লক্ষ জনে নিতি করিতেছে নদীপার,
মোর তরি বিনা সখি, কারো গতি নাহি আর।

"তাই বলি মিছা কেন বাড়াও বিবাদ আর,
বিলম্বে কি ফল, এস করেদি যমুনাপার,
তোদের ওরূপ রাশি
আমারে পরালে ফাঁসি,
তোদের না করি যদি আজ এ যমুনা পার,
আকুলে আমার নায় কে তবে চড়িবে আর?

অন্যাপদেশগর্ভ এইরূপ উদাহরণ কাব্যের প্রায় প্রতি তরঙ্গেই সুলভ এবং তদ্দ্বারা কাব্যের উৎকর্ষ বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

শ্রীরাধিকার নির্ম্মল প্রেমই ব্রজগাথার প্রতিপাদ্য বিষয়। ঐ প্রেমের চিত্রাঙ্কনে শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী যেরূপ কৃতিত্ব

প্রদর্শন করিয়াছেন, আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যে উহা অতুলনীয় বোধ হয়। ফলতঃ নগেন্দ্রবালার রাধিকাকে বৈষ্ণব কবিচূড়ামণি চণ্ডীদাসের রাধিকার নব্য এবং সময়োচিত সংস্করণ বলা যাইতে পারে।

নগেন্দ্রবালার গুণগ্রাহী সহৃদয় পিতা শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্যগোপাল সরকার মহাশয় কন্যার এই সদ্‌গ্রন্থ প্রণয়নে অত্যন্ত প্রীত হইয়া আগ্রহ সহকারে উহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলেন এবং উহা প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যবিশারদ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সেবকদলের অগ্রণী শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী এম, এ মহাশয়ও ব্রজগাথা অংশতঃ পাঠ করিয়া অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ধবলেশ্বর-কুটীর
আঠগড়রাজ্য—কটক
৯—১০—০২

শ্রীরাধানাথ রায়।

সূচী।

ব্রজগাথা।

প্রথম তরঙ্গ।

ব্রজগাথা।

(শ্রীগৌরচন্দ্র)

১

গোরারূপ কত মনোহর,
জগতে তুলনা তার,
খুঁজিয়া মিলেনা আর,
সে যে গো নবীন নটবর।
ঊষার তপন ছানি,
তা হ'তে লাবণ্য আনি,
মাখাইলা বিধি চারু কায়।
কুসুম জিনিয়া জনু,
কোমল করিলা তনু,
মরি মরি কি মাধুরী তায়!

২

হেরি সেই রূপছটাচয়,
অধীর ভকতগণ,
হ'য়ে প্রেমে অচেতন
রাঙা পদে বিকায় হৃদয়।
কিবা মনোহর রূপ,
কেবল প্রেমের কূপ,
শুধু তাহে প্রেম উথলায়।
হেরিলে সে চারু মুখ,
উথলিয়া উঠে বুক,
বিমোহিত ভকত-হৃদয়।

৩

কটীতটে পীতবাস বাঁধা
গলে বনমালা ভায়,
নূপুর শোভিছে পায়,
ভকতের লাগিল গো ধাঁধা।
কোকিল গঞ্জিত স্বর,
গতি অতি মনোহর,

ভক্তবৃন্দ না পাওল থেহ
শুনিতে গো গোরানাম,
উথলে হৃদয়-ধাম,
লোমাঞ্চিত ভকতের দেহ।

৪

সেই প্রেম-চাহনীর ফাঁদে
ভকতের কিবা কথা,
পাপী তাপী ভুলে ব্যথা,
দাস হ'তে পদে সবে কাঁদে।
ব্রজেতে সে ছিল শ্যাম,
নবদ্বীপে গোরা নাম,
নাম-প্রেম বিলাবার তরে,
স্বরূপ গোপন করি,
রাধা ভাব কান্তি ধরি,
অবতীর্ণ নদীয়া নগরে।
বালা কবে সেই পায়,
বিকাইবে আপনায়,
কবে ঠাঁই পাবে পদোপরে।

উৎকণ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ।

আজু কেন গোউর কিশোর,—
অবনত মাথে বসি,
মলিন বদন শশী,
কার ভাব-রসে পঁহু ভোর।
উজর বরণ হেন,
কাজরে ভরল কেন,
কেন ঘন ত্যজে নিশোয়াস ?
কভু আন মনে চায়,
কভু করে হায় হায়,
কভু বা চাহত নীলাকাশ।

২

কভু রোয় ধরিয়া ধরণী,—
কভু শিরে করি ঘাত,
বলে "কাঁহা প্রাণনাথ"
বিলাপেতে বিদরে অবনী।

কভু সখা জনে চায়,
বলে "আন বঁধুয়ায়,
নতু মোর রহেনা জীবন"।
ক্ষণে হয় জ্ঞানহারা,
কভু বা পাগলপারা,
কাহে গোরা হওল এমন?

৩

পঁহু ভাব করি দরশন,
সবে প্রেমে মাতোয়ারা,
সবাই আপনা হারা,
রোয়ইত সহচরগণ।
নবদ্বীপ শান্তিপুর,
গোরা-প্রেমে ভরপুর,
প্রেম-স্রোতে ভাসল ধরণী
যত নবদ্বীপ-বাসী,
পিরীতি পাথারে ভাসি,
না জানই দিবস রজনী।

৪

কি খেলা খেলই গোরাশশী,
সবে হরিনাম দিল,
আচণ্ডালে উদ্ধারিল,
ত্রিজগত উঠল উছসি।
গোলোক মাধুরী যত,
পঁহু দেখাইলা তত,
কিবা ভেল উৎকণ্ঠা অপার।
বঁধু বিনা রাই যেন,
রোয় গোরারায় হেন,
লোর ঝরে নয়নে বালার।

শ্রীগৌরাঙ্গের মান।

গদাধর মুখ চাহি ফেলিয়া নয়ন লোর,—
বলে গোরা "কাঁহা নিশি বঞ্চল বঁধুয়া মোর!
সাজানু বাসর ঘর গাঁথিনু মোহনমালা,
আমারে বঞ্চিত করি কোথায় রহিল কালা।
নিশা অস্তমিত ভেল বাড়িল বিরহ জ্বালা,—
কতবা সহিব ব্যথা হাম আহিরিণী বালা"।
পুন ঊর্দ্ধনেত্রে চাহি জুড়িয়া যুগল কর,—
বলে "বঁধু কাছে এস কেন কর জর জর?"
প্রভুর বিভল ভাব নেহারি ভকতগণ,
বলে "কৃষ্ণ আসে ওই ত্যজ অশ্রু বরিষণ।"
শুনি কহে "আশে ছাই দিয়াছে সে অবলার,
আমার কুঞ্জেতে তারে দিসনে আসিতে আর।
সেও ভাল কেঁদে কেঁদে যদি প্রাণ হয় ছাই,
তবু সখি সে শঠেরে আর না দেখিতে চাই।

আমারে বঞ্চিত করি   বঞ্চিল সে আনমনে,—
এজীবনে তার মুখ   না হেরিব দুনয়নে।
সে বড় নিঠুর সখি!   বুঝেনা পিরীতি-গাথা।”
এত বলি ধরা লিখে   আনত করিয়া মাথা।
রাধা ভাবে মানে ভোর   নয়নে বহিছে ধারা,
সে মাধুরী হেরি বালা   হওল আপনাহারা।

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

পূর্ব্বরাগ।

সখীর প্রতি শ্রীমতী।

১

সখি ! কিবা হইল আমার ?
রহিতে না পারি ঘরে,
পরাণ কেমন করে,
নিতি ঝুরি গুণ কালিয়ার।
কদম্ব-তলেতে হায়,
সদা মোর চিত ধায়,
যেখানে মোহনবাঁশী বাজে অনিবার।

২

কিবা মোরে পাইল তথায় ?
টানে প্রাণ টানে মন,
ছুটে যায় দুচরণ,—
কে যেন লো ডাকে "আয় আয়"।
কি যে সে করিল মোর,
ভাবিয়া না পাই ওর,
এ সারা হৃদয় ভরা শ্যামের ছটায়।

৩

শ্যাম মোর সিঁথার সিন্দূর,—
শ্যাম প্রাণ শ্যাম জ্ঞান,
শ্যাম ধ্যেয় শ্যাম ধ্যান,
আমি পা'র নূপুর বন্ধুর।
সে জীবন সেই দেহা,
সে মোর হৃদয় লেহা,
এ সারা ধরণী দেখি শ্যামে ভরপুর।

৪

শ্যাম মোর নয়ন-অঞ্জন,
সে মোর গলার হার,
সেই সে ভূষণ সার,
সেই মোর অম্বর চিকণ।
সেই ধর্ম্ম সেই কর্ম্ম,
সেই প্রেম সেই মর্ম্ম,
কুলশীল সবি মোর সে শ্যামরতন।

৫

কেন সই হইল এমন ?
কখনো ছিলনা দেখা,
সে আজ মরমে লেখা,
সেই আজ সরবস্ব ধন।
এ কেমন ব্যাধি ছাই,
ভাবিয়া তা নাহি পাই,
তোমরা কি জান সই এ রীতি কেমন ?

৬

হিয়ার জ্বলনী সখি মোর,
কি দিলে নিবিয়া যায়,
বল ধরি তুয়া পায়,
যাতনার নাহি যে লো ওর।
করিল কি হেন গুণ,
পরাণ হইল খুন,
কেবা লো কাটিল মোর মরমের ডোর !

৭

এদাসী বুঝেছে ভাল রাই,
প্রাণের কবাট হানি,
সরবস্ব নেছে টানি,
নটবর রসিক কানাই।
হিয়া দগদগী যত,
সো মিলনে হবে হত,
নতুবা ঔষধি তার ত্রিজগতে নাই।

বাঁশরী।

গিয়াছিনু ভরা সাঁঝে যমুনা বেলায়,—
শুনিনু মধুর বাঁশী কদম্ব-তলায়।
বাঁশীর ললিত তান,
মাতায়ে তুলিল প্রাণ,
প্রতি অঙ্গে হ'ল সখি অমিয়া সিঞ্চন।
হেন মাতানীয়া বাঁশী শুনিনি কখন।

বাঁশরীতে বহে সখি কি মলয় বায় ?
নিদাঘে হিমানী দিল ঢালিয়া হিয়ায় !
কে বাজায় হেন বাঁশী,
সাধ হই তার দাসী,
বাসনা হইল তায় দেখি একবার,—
খুঁজিলাম আতি পাতি তাই চারিধার।

দেখা না পাইয়া তায় পাগল কিশোরী,
অলক্ষ্যে পরাণে আজো বাজিছে বাঁশরী।
আমার শপথি তোয়,
করুণা করিয়া মোয়,
সে মোহন বংশীধারী দেখা একবার।
নতুবা এ দেহে প্রাণ রবে না আমার।

ভংগন হইল হৃদি বাঁশরীর ঘায়,
জানিনা কি দোষে বাঁশী মজালে আমায় !
কার দূতী হ'য়ে ভাই,
আওল সে মোর ঠাঁই,
কি বোল বলিল কাণে চিত উচাটন।
বংশীধারী বিনা মেরা না রহে জীবন।

মজাইল যার বাঁশী অবলার মন,—
তার অধিকারী সে যে না জানি কেমন!
যার বাঁশী কুল নাশে,
সে যদি নিকটে আসে,
সে যদি একটি বলে স্নেহের বচন,—
না জানি অবলা তবে হয় লো কেমন!

আমার এ চিতখানি নাহি মোর আর!
বাঁশরী করেছে তারে মরমের বার।
পরাণ নিয়ত কাঁদে,
হৃদয় না থেহ বাঁধে,
সে বিনা তিলেক দায় রাখিতে জীবন!
একবার আনি তায় করা লো দর্শন।

চাহিনা লো কুল শীল কায কি তাহায়,—
শ্যাম কলঙ্কেরি হার পরাও আমায়।
শ্যাম নামে জটা করি,
পিরীতি গৈরিক পরি,
যোগিনী হইয়া আজি করিব গমন,
সাধিব তপস্যা যাহে মিলে সে রতন।

এতই বলিতে ধনী হওল আকুল,
নয়নের জলে যায় ভাসিয়া দুকুল।
সখী কোলে ল'য়ে তায়,
কতই না সমুঝায়,
কে শুনে সে নীতি কথা প্রেম অগেয়ান।
উছাসে মরমখানি করে আনচান।

বিহ্বলা রাই।

কেন বা সাঁঝের বেলা,
করিতে সলিল খেলা,
গিয়াছিনু যমুনা বেলায়!
কি ক্ষেণে তথায় গেনু,
পাগল হইয়া এনু,
একি জ্বালা ঘটল আমায়!

আপনার মাথা খেয়ে,
কেন বা গেছিনু ধেয়ে,
ভরা সাঁঝে যমুনা বেলায়।
কি জানি সাঁঝের বেলা,
কোন্ দেও করে খেলা,
কার দিঠি লাগল আমায়।

বিনা সে কালিয়াধন,
যায় বুঝি এ জীবন,
কেমনে বা পাইব তাহায়!
রাজার কুমার কালা,
হাম আহিরিণী বালা,
সে কেন বা চাহিবে আমায়।

বামন হইয়া হেন,
শশী পেতে সাধ কেন,
লাজে মরি স্মরি নিজ-কাজ গো?
কে জানে বিহির সাধ,
জীবনে সাধল বাদ,
দূরভেল কুল শীল লাজ গো!

ধরি সখি তুয়া পায়,
এইবার করুণায়,
গরল আনিয়া দে লো মোরে,
গরল করিয়া পান,
জুড়াব তাপিত প্রাণ,
কহিনু মরম কথা তোরে।

এতই বলিয়া কাঁদে,
সঙরিয়া কালাচাঁদে,
সখী ভাবে মিলন উপায়।
কবে সে যুগল ধনে,
নেহারিবে একাসনে,
ভাবে সখী আকুল হিয়ায়।

সখীর প্রতি শ্রীমতী।

কি স্বর শুনিনু সখি কদম্বতলায় ?
ধরিতে না পারি চিত,
হিয়া মোর পিপাসিত,
সে স্বর পাগল যে লো করিল আমায়।
অলক্ষ্যে বাজিয়া বাঁশী,
পরাণে পরালে ফাঁসী,
শর নহে তবু হৃদি ভগ্ন সেই ঘায়।

ধীরে ধীরে সপ্তমেতে মিলিয়া পবনে,
কাঁপাইয়া চরাচর,
উঠিল যখন স্বর,
তড়িৎ বহিল মোর পরাণে সঘনে।
স্তব্ধ হ'য়ে চেয়ে থাকি,
স্তবধ গাছের পাখী,
স্তবধ বিশাল বিশ্ব দেখিনু নয়নে।

হেন স্বর এ জীবনে শুনি নাই আর।
শুনি সে মোহন স্বর,
হিয়া কাঁপে থর থর,
ধরম করম জাতি যায় বা রাধার।
ব্রজে বাঁশী বাজে হেন,
আগে না কহলি কেন,
তাহ'লে না হইতাম ঘর হ'তে বার।

এখন কি করি সখি প্রাণ রাখা ভার।
এখনো কাণের মাঝে,
সদা সে বাঁশরী বাজে,
হৃদয় মথিয়া বহে অমৃতের ধার।
কি ব্যাধি হওল মোর,
ভাবিয়া না পাই ওর,
অথবা পড়ল দিঠি কোন্ দেবতার!

বালা কহে শ্যাম-বাঁশী বিঁধল হিয়ায়।
সে যে বাঁশী কুলনাশা,
মরমে ক'রেছে বাসা,
আর কি ধৈরয ধরি ঘরে থাকা যায়।

যদি নিজ হিত চাও,
শ্যাম-পদে প্রাণ দাও,
বঁধুরে মিলিতে কর অবহুঁ উপায়।

শ্রীকৃষ্ণ ও সখী।

বল হে গোকুলচাঁদ,
অবলা বধিতে,
নিঠুর চিতেতে,
পাতিলে কেমন ফাঁদ ?
কেন সাধ বাদ,
কিবা অপরাধ,
হওল তোমার পায় !
কেন বধ অবলায় ?

যবহিঁ তো মনোহরা,
হেরল কিশোরী,
আপনা পাসরি,
মুরছি পড়ল ধরা।
মৃদু মৃদু ঘাম,
মুখে তুঁহু নাম,
যেন হে পাগল পারা,
আতঙ্কে হইনু সারা।

ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে হাস,
ক্ষণেক নীরব,
দেখি যেন শব,
দূরে গেল নিশোয়াস।
ঊরধ নয়ন,
পাণ্ডুর বরণ ;
বিঁধিয়া কি হেন বাণ,
বধিছ ধনিকো জান ?

কিম্বা কহ ছাড়ি ছল,—
তব আঁখি-বাণ,
বিঁধেনি পরাণ,
বিয়াধি ক'রেছে বল।
কিন্তু ব্যাধি তার,
নিরূপিতে ভার,
(যদি) তুহুঁ নাম কাণে পশে,
তবহিঁ উঠিয়া বসে।

তাই হাম সাধি তোয়,—
চল মোর সনে,
নিকুঞ্জ কাননে,
যাঁহা সো পিয়ারী রোয়।
যদি ব্যাধি তার,
পার বুঝিবার,
করিও ঔষধি দান,
বাঁচাতে ধনীকো প্রাণ।

শুনিয়া সখিকো ভাষ,—
বঙ্কিম চাহিয়া,
কহিছে কালিয়া,
ঢালি মধুরিম হাস ।
"পিরীতি বিকার,
ভেল রাধিকার,
অবহুঁ সারিতে পারে ।
যদি পাই দেখিবারে ।

কিন্তু তা' কেমনে হয় ?
ধনী পরনারী,
মিলনে হামারি,
কেমনে ধরম রয় ?
যদি বা যাইব,
কেমনে সহিব,
উপহাস ব্রজময়" ।
বালা ভাবে চিতে,
সখী পরখিতে,
এত চতুরালী চয় ।

সখীর উত্তর।

কিবা তু কহলি শ্যাম!
যেই তোর তরে,
নিতি ঝুরে মরে,
তাহারে হওলি বাম?
বাজাইয়া বেনু,
তুমি রাখ ধেনু,
সে যে হে রাজার বালা,
তবু তোর তরে,
নিতি হাহা করে,
দারুণ পিরীতি-জ্বালা!

শাখায় কোকিল ডাকে,
ভাবি তুয়া বাঁশী,
হইয়া উদাসী,
আনমনে চেয়ে থাকে।
যবে নবঘন,
করে গরজন,

তোমার নূপুর বলি,—
ইতি উতি চায়,
দেখিতে না পায়,
আবেশে পড়য় ঢলি।

পাগল হল বা ধনী,
চাহি নীলাকাশ,
ছাড়ে নিশোয়াস,
স্মরি তুয়া নীলমণি।
ডাকিলে না ভাষে,
কভু কাঁদে হাসে,
কি তাহে করলি কালা ?—
নাহি বুঝি কেন,
তোর প্রেমে হেন,
ভেল মুগধিনী বালা।

নিতি ঢালে আঁখি লোর,
সে কনক কাঁতি,
ভেল হীন ভাতি,
পরিতো পিরীতি ডোর।

এত নিঠুরালী !
কেনবা দেখালি,
রমণী-ঘাতক মুখ !
রাজার নন্দিনী,
তুয়া কাঙালিনী,
স্মরিতে উপজে দুখ !

মরমে কাটলি সিঁধ,—
ভাবি নিরবধি,
কি দিব ঔষধি,
না খায় না যায় নিদ।
তুমি ত রাখাল,
রাখ ধেনুপাল,
কি জান পিরীতি-রীতি,
পরশ-রতন,
চিনে কি কখন,
অবোধ রাখাল জাতি !

মান ভরে এত বলি,
অবনত শিরে,
সখী ধীরে ধীরে,
রাই পাশে গেল চলি।
"পাইয়া রতন,
করি অযতন,
হারায়নু" ভাবি মনে,—
ত্বরিতে কানাই,
বিনোদিনী ঠাঁই,
ভেজয়ল দূতী জনে।

তৃতীয় তরঙ্গ।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

(সখার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)

যমুনাকো তীরে সখে
পহিলে পেখনু রাই।
কিরূপ হেরিনু,
পাগল হইনু,
যেন দেখিলাম সখে
শত চাঁদ এক ঠাঁই।
অথবা বিজুরী,
হইয়া বাউরী,
পড়েছে ধূলায় লুটি।
অথবা উজল,
কনক কমল,
ধরায় রয়েছে ফুটি!
মটু পদ দল,
হইয়া বিভল,
মুখপদ্ম পাশে ধায়।
তুলনা মিলে না তায়!

হেরই আমারে ধনী
অম্বরে ঝাঁপল মুখ,—
ভরিয়া পরাণ,
না পারিনু পান—
করিতে দরশ সুধা ;—
মরমে বাড়ল দুখ।

প্রেম-শর ঘায়,
বিঁধিয়া আমায়,
দূরে স'রে গেছে চোর,—
হৃদয় আসনে,
একা নিরজনে,
বসেছে করিয়া জোর।
বিহি করুণায়,
কত দিনে হায়,
মিলায়ব হৃদিচোর।
(নতু) ছোড়ব জীবন মোর।

ধরিয়া কানুকো পাণি,
কহে যত সখাগণ,

শ্যাম সো পিয়ারী,
রাজার ঝিয়ারি,
তারে পেতে সাধ ছি ছি!
ছোড় এ নিলাজ মন।

কি বল কানাই,
লাজে ম'রে যাই,
পিরীতে হইলে ভোরা,
কহিতে যে দুখ,
বরজে এ মুখ,
কেমনে দেখাব মোরা!

দূরি লোক লাজ,
কহে রসরাজ,
"পিরীতি গরলে মোর—
জ্বলইত দেহা,
নাহি পাই থেহা,
বিনা সো হৃদয় চোর।

মরম জ্বলিছে মোর
বিষম পিরীতি ঘায়,—

পিরীতি দহনে,
না দহে যে জনে,
এ দারুণ ব্যথা মোর
সে নাহি বুঝিবে হায় ।

নাহি বুকে যার,
পিরীতি-পসার,—
সে বুঝে ধরম নীতি ।
পিরীতি যাহায়,
ক্ষিপ্ত করে হায়,
সে বুঝে কি ধর্ম্ম গীতি !

পিরীতি বিকার সখা
মরম জারল যার,—
তাহারে অশেষ,
ধর্ম্ম উপদেশ—
বিজনে রোদন সম,
বেশী কি বলিব আর ।

রাইকো মিলিতে,
উপায় ঝটিতে,

কর সখে করুণায়।
না পাইলে তায়,
গিয়া যমুনায়—
সঁপিব হে আপনায়।
দূতী কি বলল,
জ্বলনী বাড়ল,
জিউ না ধরণে যায়।

শ্রীমতী দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

সখে,
কে ও ধনী যায়,
নবীন নাগরী,
কাঁখেতে গাগরী,
থমকে থমকে চায়।
দেহের বরণ,
সে যে অতুলন,
বিজুরী শরম পায়।

কে ও ধনী যায় ?
আগে পাছে সখি,
যেন হেন লখি,
তারা ঘেরা শশী ভায়।
হাসির ছটায়,
পরাণ মাতায়,
কি মাধুরী মরি তায় !

কে ও ধনী যায় ?
ও কটাক্ষ শর,
করে জ্বর জ্বর,
মরম বিঁধিল ঘায় !
কেবা হেন বীর,
না হ'য়ে অথির,
ধৈরয ধরিবে তায়।

কে ও ধনী যায় ?
গতি মৃদুতর,
যিনি করিবর,

বেণীতে ভূজগ ভায়।
ভুরু কাম ধনু,
জ্বর জ্বর তনু,
কিসে হৃদি থেহ পায়।

মৃদু হাসি তায়,
এক সখা কয়,
ওহে রসময়,
কি কহ পাগল প্রায়।
(ও যে) রাজার নন্দিনী,
রাধা বিনোদিনী,
যমুনা সিনানে যায়।

শ্রীমতীর প্রতি—শ্রীকৃষ্ণের দূতী।

শুন শুন রসময়ি রাই !
নিঠুরা হইয়া হেন,
কানুকো বধিছ কেন,
তুয়া বিনা জিয়েনা কানাই।
সদা করে হায় হায়,
মনে না সোয়াথ পায়,
আকুল হইয়া সদা রোয়।
নাহি বসে লোকালয়,
সদা নিরজনে রয়,
ভাল তাহে নাহি লাগে কোয়।

কভু বা চাহত নীলাকাশে,—
কভু নখে লিখে ধরা,
কভু বা গেয়ান হরা;
সখাগণ ডাকিলে না ভাষে।
কভু ধড়া চুড়া খুলি,
ধয়ায় পড়ত ঢুলি,

গোঠ মাঝে আর নাহি যায়।
কভু "রাধা রাধা" বলে,
বুক ভাসে আঁখি জলে,
সাধিলেও কিছু নাহি খায়।

ধনি! কিবা করিলি তাহায়?
মোহন বেশেতে তার,
যতন নাহিক আর,
স্বর্ণ অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
কি ক্ষণে দেখালি মুখ,
ভেদিলি কোমল বুক,
ঘন ঘন ছাড়ে নিশোয়াস!
হৃদি তার ভেঙে চুরে,
এখন রহিলি দূরে,
বাঁচিবে না হেন বিশোয়াস।

ব্রজে আছে আরো কত ধনী,—
ভুলেও না নাম করে,
সদা ঝুরে তুঁহু তরে,
তুই তারে নিঠুরা এমনি!

শুনিয়া দূতিকো ভাষ,
মরমে বাড়ল আশ,
লাজে মুখে বাক না সরই।
নীরব হইয়া ধনী,
স্মরে কানু গুণমণি,
মিলনের বাসনা স্বতই।

বালা কহে ত্যজ ধনি লাজ,
ঝুরে শ্যাম রসময়,
বিলম্ব উচিত নয়,
বঁধুয়ারে ব্যথিয়া কি কাজ।
ব'স দুঁহে একাসনে,
হেরি বালা দুনয়নে,
জনম সফল করু আজ।

মিলন ।

শ্যাম বিনা রাধিকার কাতর পরাণ,—
হেরি তাহা দ্রুত সখি করল পয়ান ।
শ্যামপদে গিয়া বলে শুন শুন কান ।
তুয়া বিনা ধনী বুঝি ত্যজয়ে পরাণ ।
রাইক ঐছন দশা করিয়া শ্রবণ,
সখী সহ কুঞ্জে কানু করিল গমন ।
নাগর দরশে ধনী হইলা বিভল ।
শিহরি উঠিল অঙ্গ ভাবে ঢল ঢল ।
বঁধুয়া সঙ্গহি আশা বুকে উথলায়,
তবুও শরমে ধনী দূরে যেতে চায়,—
সে ছবি বর্ণিতে ভবে কে পারে ভাষায় !
হেরে সে মাধুরী বালা বিভল হিয়ায় ।

চতুর্থ তরঙ্গ।

দানলীলা।

রাজপথে।

সখিসহ কমলিনী—
আপন আলয়ে যায়,—
মুরলী বাজায়ে কালা
হেন কালে দান চায়।

বলে আমি ব্রজে দানী
হেথা দান সাধি নিতি,
ফাঁকি দিয়া যেতে চাও
এবা লো কেমন রীতি !

এত বলি শ্রীমতীর
অঞ্চল ধরিল টানি,
অন্তরে বিভলা রাই
প্রেমরসে পাগলিনী।

হৃদয়ের অন্তরালে
আনন্দ উছাস বয়,
লোকলাজে নত-ধনী
কপট কোপেতে কয়—

সখিলো কালিয়া কেন
পরশ করিল মোয় ?
দান সাধে দান দিব
পর নারী কেন ছোঁয় !

কেনবা অঞ্চল সখি
ধরল করিয়া জোর ?
পরশিল পরনারী
ধরম টুটল মোর।

প্রভাতে উঠিনু আজি
দেখি বা কাহার মুখ,—
জানিনা কেন যে বিহি
দিল বা এতই দুখ !

এ লাজ রাখিতে মোর
জগতে নাহিক ঠাঁই,—
তোরা ঘরে যা লো, আমি—
যমুনা পশিতে যাই।

যমুনায় আত্মডালি
করি অরপণ আজ,—
ঘুচাব মরম সখি
জীবনের যত লাজ।

এতই শুনিয়া তবে
মাধব আকুল হাসি,
আবার মধুরে কয়
বাজায়ে মোহন বাঁশী।

কি বলিলে বল শুনি—
লো মাধব মনোহরা,—
কোন লাজে কহ মোরে
রমণী ধরম চোরা।

আমি ত রাখাল জাতি
সদা ধেনু সনে ছুটি,—
মরমে কাটিয়া সিঁদ—
কারোনা পরাণ লুটি।

তুমিত রমণী ধনী
সদা ধরমেতে রতি,—
ঘাতুকের পথে কেন
নিতি হেন গতাগতি।

কোন দোষে নন্দসুতে
পাগল করিয়া দেহ,—
কোন দোষে বধ তায়
আমিত না পাই থেহ।

এ কোন ধরম নীতি
বুঝিয়া তা উঠা দায়,—
নরহত্যা অপরাধ—
হিয়া কি কাঁপেনা তায়।

মাধব আচার হেরি,—
রসময়ি সখি কয়,—
দূর কর রসিকতা
মরমে নাহিক ভয়।

কেমন বুকের ছাতি
পরশ ধনীকো অঙ্গ,—
পাবে ভাল প্রতিফল
দূর হবে রস রঙ্গ।

আমরা পসরা ল'য়ে
নিতি হেথা আসি যাই,
এপথে জীবনে দানী
আমরাত দেখি নাই।

নন্দের দুলাল ব'লে
এতই বেড়েছে বুক,
কোন ভাগ্যে দেখিবেহে
রাধিকার চাঁদ মুখ ?

বামন হইয়া বল
চাঁদ কে ধরিতে পায়,—
সুরভোগ্য সুধারাশি
অসুরে কি লভে হায়!

শুন হে মাধব সখা!
যদি নিজ হিত চাও,—
অঞ্চল ছাড়িয়া ত্বরা
ধীরে নিজ গেহে যাও!

কানু কহে বিনা দানে
কভু না ছাড়িব রাধা
ভাবিছে সঙ্গিনী দল
ভাল বটে দান সাধা!

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীবৃন্দ।

ঢাকিল ঊষার ছবি,
উদিল তপত রবি,
উত্তাপে জগত চমকায়,—
রাজপথে রাই সনে,
দাঁড়াইয়া সখীগণে,
দানী হটে যাইতে না পায়।
তপত রবির করে,
কম-কায়ে ঘর্ম্ম ঝরে,
গোপীদল কহে কালিয়ায়—

তপ্তরবি দেয় জ্বালা,
আমরা সরলা বালা,
মরি যে হে ভুক পিয়াসায়।
আমরা অবলা বালা,
তুমিত পড়সী কালা,

এত দুখ দিতে না যুয়ায়।
শাশুড়ী ননদী ঘরে,
বিলম্ব দেখিলে পরে,
বজর বা হানিবে মাথায়।

গাঁথি ভাল বন মালা,
কালি তোরে দিব কালা,
আজি দান দিতে কিছু নাই,--
আজি সবে ক্ষমা চাই,
ক্ষমা কর ঘরে যাই,
হাসি কন রসিক কানাই—
"ভাল ক্ষমিলাম সবে,
এক দান দিয়া তবে,
ঘরে যাও আর কথা নাই"।

কহে যত গোপবালা,
কিবা দান চাহ কালা,
ঝাট কহ ঘরে ফিরে যাই।
কানু কহে "বেশী নয়,
মিটে যায় সমুদয়,

একটি কটাক্ষ দিলে রাই"।
লাজে নত গোপীদল,
বুকে প্রেম ঢল ঢল,
তবু কহে করিয়া বড়াই—

আমরা আহিরীবালা,
লইয়া পসরা ডালা,
নিতি ঘুরি সারা ব্রজময়,—
অঞ্চল ধরিয়া কাছে,
কেহই না প্রেম যাচে,
এ দারুণ কেহই না কয়।
ক্ষমিলাম তুমি ব'লে,
দেখাতাম অন্য হ'লে,
গোপী-বুকে কি শোণিত বয়।

বালা কহে গোপিকার,
ক্ষমা বিনা কিবা আর
শকতি বা কালিয়ার আগে।
মুখের বড়াই যত,
মরযে আপনা হত,

চিত ভরা নব অনুরাগে।
বালার পরাণ কবে,
শ্যাম অনুরাগী হবে,
কবে ঠাঁই পাবে দাসী ভাগে।

সখীর প্রতি শ্রীমতী।

এপথে কেন বা সখি
আনিলি আমারে হায়
পথে আছে মহাদানী
সে যে নিতি দান চায়।

খুলেদিই অঙ্গ ভূষা
তাহে নাহি উঠে মন,—
সে যে সখি দান সাধে
নারীর যৌবন ধন।

আমি জানি আন পথে
ল'য়ে যাবি মথুরায়,—
কেজানে যে দানী-করে
সঁপে দিবি লো আমায়!

ঘরে ননদীর জ্বালা
পথে জ্বালা এ দানীর,—
এ অবলা কুলনারী
কেমনে হইবে থির!

না পাইলে দান লবে
পসরা কাড়িয়া রাগে,—
তাহ'লে দেখাব মুখ
কেমনে ননদী-আগে!

কেন বা করিলি সখি
আমারে ঘরের বার?
এ দানীর হাতে আজ
কেমনে পাইব পার!

দানী যে চতুর বড়
অরাহিঁ নয়ন হানি,—
লুটে লবে অবলার—
এ ক্ষুদ্র পরাণখানি।

কথা নহে আঠাজাল
ধরে তাহে প্রাণপাখী।
হাসিতে লুটিবে সই
যা কিছু রহিবে বাকী।

ওইলো আসিছে দানী
পসারি যুগল কর।
কাঁপিছে বালার হৃদি
প্রেমাবেগে থরথর।

শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ।

উদিল কনক রবি,
কিবা সে মধুর ছবি,
মাতাইল এ সারা ভুবন।
অলি ফুলে মধু লুটে,
সমীর বেড়ায় ছুটে,
পঞ্চমে গাহিছে পিকগণ।

সরসে কমল দল,
প্রেম রসে ঢলঢল,
রবিকর করিছে চুম্বন,—
নাবিক তরণী ল'য়ে,
সারী গেয়ে যায় ব'য়ে,
গোঠে যায় গোপ সুতগণ।

কুলের বহুড়ী, গুলি,
আধেক্ ঘোমটা তুলি,
ধীরে ধীরে ফিরে ফিরে চায়,—
"উঙা উঙা মা মা" রবে,
উঠিছে বালক সবে,
যার বুকে স্নেহ উথলায়।

হেরি সে মধুর দৃশ্য,
বিমোহিত সারাবিশ্ব,
হেনকালে বৃকভানু বালা,—
লইয়া সঙ্গিনীকুল,
কাননে তুলিতে ফুল,
চলেছেন ল'য়ে সাজিডালা।

রসিকা গোপীকা যত,
নিজ নিজ মনোমত,
তুলিছেন নানা জাতি ফুল।
হেন কালে শ্যাম-বাঁশী,
ছড়াইল সুধারাশি,—
গোপীদলে করিয়া আকুল।

বিভল হইয়া চায়,
বাঁশী না দেখিতে পায়,
উছাসে পড়িল সবে বসি,
বড় মাতানীয়া সুর,
ভরম করল চুর,
ধৈরয বাঁধন গেল খসি।

এ চাহে উহার পানে,
হেন কালে সেইখানে,
উদিত হইলা কালাচাঁদ।
হেরিতে সে চারুমুখ,
মরি মরি কতসুখ,
(রূপ নহে নারী মারা ফাঁদ !)

মোহন মুরলীস্বর,
গোপীর মরম ঘর,
করিয়াছে ভাঙি শত চুর,
ছিল যে গেয়ানটুক,
দরশে ও চারু মুখ,
সেটুকুও হইল গো দূর !

সে রসিক চূড়ামণি,
কহেন শুনলো ধনি,
কেন ফুল তুল বার বার !
আপন কানন যেন,
নিষেধ মান না কেন,
বল দেখি এ কোন্ আচার ?

চির কাল তুল ফুল,
কিছুই না দেহ মূল,
আমি হেথা দানী চিরদিন।
ফাঁকি দাও অনিবার,
আজি না পারিবে আর,
ফিরে দাও যত বাকী ঋণ।

সম্বরি অঙ্গের বাস,
ঢালিয়া মধুর হাস,
শ্যামচাঁদে কহে গোপীকুল,—
তুমি কবে হ'লে দানী,
আমরাত নাহি জানি,
মোরা হেথা নিতি তুলি ফুল।

যত ফুল বৃন্দাবনে,
সবি তুলে গোপীগণে,
কেহ কভু নাহি চাহে দান।
কিবা দান গোপীঠাঁই,
পণ্য দ্রব্য কিছু নাই,
ফুলে দান এ কোন্ বিধান!

লতাস্নিগ্ধ ছায়ে বসি,
কহিছেন কাল শশী,
"নবরাজ্যে এ নব বিধান।
আমার বিমল ফুল,
জগতে মিলেনা তুল,
চাহি তার উপযুক্ত দান।"

হাসি ভাষে গোপীকুল,
এসেছি তুলিতে ফুল,
দান দিতে নাহি কোন ধন।
কহেন রসিকবর,
"ওই মুখ শশধর,
নীলপদ্ম যুগল নয়ন—

আছে যে প্রণয় বুকে,
মৃদু হাসিটুকু মুখে,
তাই দান দেহ লো আমায়"।
এতবলি শ্রীমতীর,
চরণে লুটায় শির,
মরি মরি কি মাধুরী তায়!

হেরি তা গোপীকাদল,
রোষে ভেল বিচঞ্চল,
কহে কানু কি তুহুঁ আচার?
না হয় তুলেছি ফুল,
তাব'লে নাশিবে কুল,
ধর্ম্মভয় নাহি কি তোমার!

তুলিনু কুসুম দল,
দিলে ভাল প্রতিফল,
এবার ছিঁড়িব লতাচয়,—
যত দুখ দিলি তাই,
কহিব রাজার ঠাঁই,
তোরে কালা মোদের কি ভয়!

অন্তরে প্রণয়-স্রোত,
হইতেছে ওতোপ্রোত,
কানু সহ রসিকতা আশে,—
রসিকা গোপীকা খালি,
খেলে এত চতুরালী,
রোষ নহে প্রেমাবেগে ভাসে।

প্রেমে আঁখি ঢুলু ঢুল,
তুলেছিল যত ফুল,
নিছনী করিল কালিয়ায়,—
তবু রোষ শান্ত নয়,
ছিঁড়িতে লতিকাচয়,
সখীগণ উপবনে ধায়।

হেরি তবে নিরালায়,
রাই কহে বঁধুয়ায়,
"ছিছি একি কর রসরায়!
সখির সমুখে হেন,
নিলাজ কর বা কেন,
লাজে চিত ধরই না যায়।

আমিত তোমারি দাসী,
তব প্রেম নীরে ভাসি,
তব ছবি মরমে অঙ্কন।
ঘরে থাকি ব্যস্ত কাজে,
বাঁশী সদা কানে বাজে,
ছুটে আসি হেরিতে বদন।

তা ব'লে কি এত লাজ,
দিতে হয় রসরাজ,
কি বলিবে ছি ছি সখীগণ,"
মাধব মধুর হাসে,
বাঁধল দু'ভুজ পাশে
চাঁদে চাঁদে ভেলকি মিলন!

পেয়ে মন মত দান,
বিদায় মাগিল কান,
সখী-সহ ধনী গেহে যায়।
শ্যাম-প্রেমে জ্বর জ্বর,
চিত কাঁপে থরথর,
বালা ভেল অবশ তাহায়।

শ্রীকৃষ্ণ ও সখী।

কে তুমি মথুরা যাও কে যায় তোমার সনে?
কুলের বহুড়ী কার,
করিয়া কুলের বার,
অনুমানি লুকাইতে যাহ দূর নিরজনে।
এপথে আমার ভার,
কেমনে পাইবে পার,—
বিনা পরিচয়ে কভু না ছাড়িব দুইজনে।

কুলের বহুড়ি ল'য়ে যাবে তুমি নিরালায়,—
হেথায় পাতিয়া থানা,
সাধি রাজ-কাজ নানা,
ভাল মন্দ হ'লে কিছু আমিসে ঠেকিব দায়।
নীরবে দুজনে হেন,
পলায়ে যা'ছিলে কেন,
রাজ-দান ফাঁকি দিবে এই বুঝি চিত চায়!

হেথা আমি নিতি নিতি দান সাধিলো রাজার !
তোমার সখীর গায়,
নানা আভরণ ভায়,
বিনা দানে কেমনে বা হইবে যমুনা পার।
তাহাতে যুবতী জন,
এর দান লক্ষ পণ,
প্রতি অঙ্গে লব দান বাকি না পড়িবে তার।

"প্রতি অঙ্গে দান" শুনি সখী কহে মৃদু হাসি,—
সঙ্গে বিনোদিনী রাই,
পসরা বিকাতে যাই,
তুমি বা দিয়াছ হানা কেন হে এ পথে আসি।
তুমিত নন্দের ছেলে,
দান সাধা কবে পেলে,
কুলবতী-কুলে কেন ঢাল হে কালিমারাশি।

মাঠেতে পাতিয়া থানা তথা কর গোচারণ,—
কদম্ব তলায় আসি,
বাজায়ে মোহন বাঁশী,

যুবতী-অঞ্চল ধরি সাধহে যৌবন ধন।
এ পথে আসিয়া কান!
আভরণে চাহ দান,
প্রতি অঙ্গে দান সাধ—রাজারে কি দিবে ধন?

তব তরে অবলার কুলশীল রাখা দায়,—
যথায় যুবতী নারী,
তথা তুমি বংশীধারী,
দিঠিতে ভুলিয়া নারী যৌবন সাধয়ে পায়।
কেন মিছা হঠ দানী,
আমি তোরে ভাল জানি,
নাহি দিব দান, কর যা তব পরাণ চায়।

তোমার এ দান সাধা কহিব রাজার আগে,
ভাল মন্দ নাহি জানি,
কেমন তোমার দানী,
রাজপথে যুবতীর কুলশীল দান মাগে।
যে তোরে না জানে কান,
তার কাছে চাহ দান,
আমরা ভুলিনা তোর রাঙা আঁখি নব রাগে।

কর যদি বাড়াবাড়ি পাবে প্রতিফল তার !
ভাঙি বাঁশী বনমালী,
যমুনায় দিব ডালি,
যার তানে রমণীর কুলশীল থাকা ভার।
ধড়াচুড়া দিব খুলি,
অঙ্গেতে মাখাব ধুলি,
শরমে না হও যেন ঘরের বাহির আর।

এতই শুনিয়া কানু হাসিয়া সখীরে কয়,—
আমি রাজ-দান সাধি,
তাহে হ'তে চাও বাদী,
রাজ সনে এত হঠ কভু ধনি ভাল নয়।
হেথা বাঁধা রাখি রাধা,
তুমি যাও নাহি বাধা,
বিনাদানে কার সাধ্য মোর ঠাঁই রাই লয় !

এত বলি চলে কানু ধরিতে শ্রীমতী কর।
ভয়ে ধনী কুঞ্জ পাশে,
ছুটল উরধ শ্বাসে,
কোমল হৃদয় খানি কাঁপিতেছে থর থর।

বাজায়ে মোহন বাঁশী,
রাই-প্রেম—অভিলাষী
ছুটিলা পশ্চাতে কানু মিলিতে নিকুঞ্জঘর।

সখীর প্রতি শ্রীমতী।

সখি মোরে ত্বরা ধর ধর!
ওইলো নবীন দানী,
বিঁধিল মরমখানি,
ও তীক্ষ্ণ নয়ন-শরে পড়ি বুঝি ধরা'পর।

সখি মোর না চলে চরণ,—
পাগল হইনু দেখে,
কুল শীল দিনু ডেকে,
আকুল মরম মাগে শ্যাম-অঙ্গ পরশন।

আর না যাইব ফিরে ঘরে,—
মনকথা তোরে কই,
চন্দন হইয়া সই,
বড় সাধ মিশে রব ও পূত হৃদয়োপরে।

অঞ্চল ধরিয়া সাধে দান,—
কিবা দান দিবি তোরা
আমিত আবেশে ভোরা,
বালা কহে দান দেহ রাঙাপদে মনপ্রাণ।

পঞ্চম তরঙ্গ।

নৌকাবিলাস।

তরি আরোহনে।

তীরেতে তরণী নাই আকুলিত গোপীগণ।
হেনকালে এক জীর্ণ তরী পেয়ে দরশন,—
ডাকিছে গোপীকা তায়,
"রে নাবিক ত্বরা আয়
বহিয়া যাইছে বেলা যাইব পসরা ল'য়ে!
তরি নাহি পাইলাম ঘুরিতেছি শ্রান্ত হ'য়ে।

মূল দিব ত্বরা করি পার কর মোসবায়"।
নাবিক তরণী আনি উঠাইল গোপীকায়।
কহে নেয়ে গোপীকায়,
"আমার এ জীর্ণ নায়,—
একেবারে কভু সখি সহিবেনা এত ভার।
এস সবে একে একে ক'রেদি' যমুনা পার!"

শুনি কহে গোপীদল কি উপায় হবে তবে ?
সময় বহিয়া যায় পসরা বিকাব কবে ?
কহিছে নাবিক বর,
"তবে ফিরে যাও ঘর,
জীর্ণ তরিমাঝে মোর চাপাইয়া এত ভার—
যমুনায় ডালি দিব পরাণ কি সবাকার !

অথবা তোমরা সখি যাও সবে এক নায়,—
আমি পার করে দিই কোলে ক'রে রাধিকায় !"
শুনি তাহা গোপীচয়,
রুষিয়া নাবিকে কয়,
"ওরে নেয়ে এত বল কেবা শুনি দিল তোরে ?
নায়ের নফর চাও পিয়ারী লইতে কোরে !

না হয় যাবনা আজি পসরা লইয়া আর,—
তা'বলে কি তোর করে জাতি যাবে অবলার !
থাক্ তোর তরি ঘাটে,
মোরা যাই অন্য বাটে,
নাহি কি মোদের গতি তোর তরি বিনা আর" !
বসন ধরিয়া নেয়ে কহে তবে গোপীকার—

“বৃথা কেন কর রোষ মোর তরি বিনা আর—
কভু না পারিবে হ’তে এ দুরন্ত নদী পার।
শুনলো শপথি তোর,
প্রতি ঘাটে তরি মোর,
লক্ষ লক্ষ জনে নিতি করিতেছে নদী পার।
মোর তরি বিনা সখি কারো গতি নাহি আর।

তাই বলি মিছা কেন বাড়াও বিবাদ আর,—
বিলম্বে কি ফল এস ক’রেদি’ যমুনা পার।
তোদের ও রূপরাশি,
আমারে পরালে ফাঁসি,
তোদের না করি যদি আজি এ যমুনা পার—
আকুলে আমার নায় কে তবে চড়িবে আর”!

নাবিক-বচন শুনি বাহুড়িল গোপীদল,—
বহিঠল তরি মাঝে প্রেমে চিত ঢল ঢল।
মাধব হাইল ধরি,
কমলিনী তরি’পরি,
বালার লাগিল ধাঁধা হেরি এ মাধুরীচয়।
বালা কবে হৃদয়েতে বাঁধিবে ও পদদ্বয়।

তরণীতে।

জলদে ছাওল নভো
বরষে মুষল ধার—
কৈছনে হওবঁ সখি
আজি এ যমুনা পার !

ভীষণ বায়ুর বেগ
অশনির কড়স্বর,—
ভিগল অম্বর শীতে
তনু কাঁপে থর থর।

তটেতে তরণী নাই
তরণীতে নাই মাঝি,
ননদী বা কি কহব
এখানে রহিলে আজি।

এতই কহিয়া রাই
সখি-মুখপানে চায়,
সখীরা কহিছে "ধনি
ঘটল বিষম দায়"।

হেনকালে ধীরে ধীরে
তথা এক তরি যায়,—
নাবিক ডাকিছে "কে গো
পর পারে যাবি আয়"!

গোপীকা কহিছে "নেয়ে
ভিড়াও তরণী তীরে,—
ল'য়ে চল পর পারে
এই যত আভিরীরে।

পসরা বিকাতে মোরা
গিয়াছিনু মথুরায়,—
প'ড়ে আছি তটোপরে
দারুণ বিহির দায়!"

নাবিক ভিড়ায় তরি
উঠিল গোপীকাদল,
জীর্ণ তরি মাঝে উঠে
ঝলকে ঝলকে জল।

গোপীকা সিঞ্চই নীর
প্রাণভয়ে থরথর,
ফুটল হেমাব্জ যেন
সেই জীর্ণ তরীপর।

কভু বা নীলাব্জ আসি
আবরে হেমাব্জকুল,—
মরি মরি কি মাধুরি
জগতে মিলে না তুল।

তীর হ'তে তরিখানি
লইয়া অগাধ জলে,—
হাইল ছাড়িয়া দিয়া
নাবিক গোপীরে বলে।

হের মোর জীর্ণ তরি
বড় প্রতিকূল বায়—
ইষ্টদেব স্মর সবে
তরি বা অকূলে যায়!

আতঙ্কে কম্পিত গোপী
নাবিকে পাড়িছে গাল।
"কেমন কাণ্ডারী দিলে
তুফানে ছাড়িয়া হাল ?"

নাবিক আকুল হাসি
চাহিয়া গোপীকা-মুখ,
মাগিল নায়ের মূল
গোপীর পিরীতিটুক।

শুনি তা' আতঙ্কে কাঁপি
উঠিল গোপীকাকুল
কহে "নেয়ে তোর কাযে
মরমে বিঁধল শূল।

আজ যদি ভালে ভালে
যমুনা তরিতে পারি,
কহিব রাজার আগে
ঘুচাব নাবিকজারি।”

নেয়ে হাসি শ্রীমতীরে
হৃদয়ে ধরল চাপি,
অঝোরে ঝুরিছে গোপী
বদনে অম্বর ঝাঁপি।

নীরবে সখীরে চাহি
হাসি বিনোদিনী কয়,
“নাবিক নন্দের ছেলে
কেন এত কর ভয়।”

চাহে তবে গোপীবৃন্দ
নাবিকের মুখপানে—
দেখিলা কানাই বটে
মোহিলা নয়ন-বাণে!

তখন আনন্দে সবে
সম্বরিল কেশ পাশ,
দূরে গেল ভয় ডর
মরমে উদিল হাস।

গোপীদল কহে "কানু
ভাল বটে মাতোয়াল !
নাবিক হইয়া কবে
শিখিলে ধরিতে হাল ?"

ভীষণ তুফানে কেহ
আর না ফিরিয়া চায়,—
কি ভয় তাদের যারা,—
শ্যামের শীতল ছায় !

তরণীতে।

১

গোপীদল,
বিচঞ্চল,
তটেতে তরণী নাই,
তাহে ঘন,
গরজন,
রোয় সবে সেই ঠাঁই।

২

ভয়ে প্রাণ,
আনচান,
হেনই সময়ে শ্যাম,
তরি ল'য়ে,
মাঝি হ'য়ে,
উতারিল সেই ঠাম।

৩

বলে—“চড় নায়,
সবাকায়,
পর পারে লব হাম ।”
ভয় টুটে,
সবে উঠে,
সঙরিয়া শ্যাম-নাম ।

৪

নবনেয়ে,
যায় বেয়ে,
তুলিয়া প্রেমের পাল ;
তরি মাঝে,
কিবা রাজে,
গোপীকা-রূপের জাল !

৫

গোপী কয়,
“রসময়,
ত্বরায় বাহিয়া চল,

হের মেঘ,
বায়ুবেগ,
তুফানে কি হবে বল !

৬

হে নাবিক,
ধিকি ধিক,
চলিছে তরণীখানি,
এত ধীরে,
গেলে তীরে,
কবে যাবে নাহি জানি।

৭

তরি জীর্ণ,
পাছে দীর্ণ,
হয় হে সমীর ঘায়,—
ভাল করি,
হাল ধরি,
সাবধানে ব'স নায়।

৮

তোর নায়,
চড়ি হায়,
বুঝি থাকি যমুনায়,—
এ তুফানে,
কোন্ প্রাণে
দিলি হা'ল ছেড়ে হায় !

৯

স্রোত ধায়,
হায় হায়,
বুঝি ডুবে যায় তরি !
হিংস্র-দল,
করে বল,
বুঝিবা খাইবে ধরি !

১০

চিরকাল,
ধেনুপাল,
রাখিয়া জীবন ভোর,

হে রাখাল,
নায়ে হাল,
ধরিতে কি সাধ্য তোর !

১১

মান সাধা,
প্রেমে কাঁদা,
তোমারে তা' ভাল সাজে,—
এ আবার,
কি আচার,
নেয়ে হ'লে কোন্ লাজে !"

১২

তবে কয়,
রসময়,
হাসিয়া সখির ঠাঁই,—
"এত ঠাট,
এত নাট,
সকলেরি মূল রাই ।

১৩

এত করি,
ঘুরে মরি,
তবুও না পাই মন,—
নাহি চায়,
ফিরে হায়,
রমণী পাষাণ জন"।

১৪

গোপী কয়,
প্রাণময়,
কি আর রেখেছ বাকী,
প্রাণ নেছ,
মন নেছ,
কুলশীল দেছ ফাঁকি !

১৫

তবু হেন,
কহ কেন,
আর কিবা আছে সাধ ?

নটবর,
অতপর;
আর কি সাধিবে বাদ।"

১৬

তরি'পর,
মনোহর,
এ মিলন অতুলন,
হেরি বালা,
ভুলে জ্বালা,
তিরপিত প্রাণ মন।

তরীমাঝে গোপীবৃন্দ।

ওহে রসরাজ, একি হেরি আজ, কুলশীল লাজ,
বুঝি বা সকলি যায়!
ভীষণ তুফান, যায় বুঝি প্রাণ, কিসে পাই ত্রাণ,
সলিল উঠিছে নায়!

মধুর হাসিয়া, কহিছে কালিয়া, দেখ লো চাহিয়া,
জীর্ণ মোর তরিখানি,
তোমা সবাকার, অত অলঙ্কার, ওড়নার ভার,
সবেকি তা' নাহি জানি !

যদি হিত চাও, মোর মাথা খাও, যমুনায় দাও—
ফেলে অঙ্গ-আভরণ।
ওড়নার ভার, কিবা ফল আর, শপথ আমার,
দূর কর আবরণ।

বিলম্বে কি ফল, যমুনার জল, ল'য়ে সখীদল,
ধোও অঙ্গ-মলাচয়।
কহি তো সবায়, এমন উপায়, কর লো ত্বরায়,
যাহে—তরণী না ভারি হয়।

মুছ আঁখি-জল, মিলি সখিদল, তরণীর জল,
ত্বরায় যতনে ডার।
প্রতিকূল বায়, চিত ভয় পায়, তবে মোর নায়,
যাবে সুখে পর পার !

নাবিক-বচন, শুনিয়া তখন, করিয়া যতন—
আতঙ্কে গোপীকাগণ,—
মুছি আঁখিনীর, নায়ে সেঁচে নীর, হইয়া অথির,
ফেলে দিল আভরণ।

হাসিতে হাসিতে, নবীন ভঙ্গিতে, নাবিক তীরেতে
উতারিল গোপীকায়।
কবে এ অবলা, ধুয়ে চিত্ত-মলা, ভুলে দ্বেষ-ছলা—
পাবে ঠাঁই ওহি পায়!

তরিতে শ্রীমতির উক্তি।

সখিলো চড়লি নায়ে কার?
গলে দোলে বনমালা,
রূপেতে জগত আলা,
অবলার কুল থাকা ভার!
নেয়ের মধুর হাসি,
পরাণে পরালে ফাঁসি,

বঙ্কিম চাহনি হেরি তার—
প্রাণের আগার টুটে,
মনটি বাহিরে ছুটে,
এমন নাবিক সখি কে কবে দেখেছে আর ?

জ্বর জ্বর করিল আমায় !
কেমনে যাইব ঘরে,
যাইতে না চিত সরে,
অবহুঁ কি করব উপায় !
আমার হৃদয় প্রাণ
সকলি করিনু দান,
নারিকের দুটি রাঙ্গা পায় ।
কভুনা শ্রবণ করি,
নেয়ে লয় প্রাণ হরি,
নায়ের নাবিকে কেবা প্রেম সাধি দিতে চায় !

সখি ব্রজে বাঁশী কালিয়ার,—
পরায়ে পিরীতি ডোর,
লুটেছে পরাণ মোর,
পুন সই এ কোন্ আচার ?

নায়ের নাবিক হেন,
পরাণ লুটিছে কেন
দ্বিচারিণী প্রাণ কি আমার ?
কেন এনু নায়ে ওর,
টুটল ধরম মোর,
হায় হায় কিবা গতি হবে সখি রাধিকার !

ছিছি সখি লাজে প্রাণ যায়,—
নাবিকে স্থাপিয়া বুকে,
জীব আর কোন্ সুখে,
কি বলিব শ্যাম বঁধুয়ায় !
শ্যাম সে আমার সার,
শ্যাম বিনা সব ছার,
আজ একি ঘটিল লো দায় !
সখীরা কহিছে পায়,
এই সেই রস রায়,
যার ধন সেই নিল তোমার কি এসে যায় !

যুগল ।

সকল সঙ্গিনী মিলি
উঠিয়া তরিতে
পসরা বিকাতে চলে
তরিয়া সরিতে ।

নাহি ননদীর জ্বালা
শাশুড়ীর ভয়,—
পরাণ খুলিয়া সবে
কত কথা কয় ।

বাখানে শ্যামেরে কেহ
কেহ বা বাঁশরী
প্রেমাবেশে নীরবেতে
শুনিছে কিশোরী ।

হেনকালে ধীরে নেয়ে
শ্রীমতীরে চায়
সে চারি নয়নে কিবা
প্রেম উথলায় !

উভয়ে উভয়ে হেরে
ঢুলই নয়ান,
হেরি সে মিলন ছটা
ধন্য মোর প্রাণ ।

ষষ্ঠ তরঙ্গ ।

অভিসার।

চল সখি ত্বরিত গমনে,
তুয়া আসা-আশাকরি,
কত আশা বুকে ধরি,
আছে শ্যাম নিকুঞ্জ-কাননে।
কোকিলেতে কুহু গায়,
তুয়া কণ্ঠ ভাবিতায়,
শুনে বঁধু আকুল শ্রবণে।
মৃদুল সমীর ভরে,
গাছের পাতাটি ঝরে,
তুয়া পদধ্বনি ভাবি হায়!
নীরবেতে ইতি উতি চায়।

না করসি বিড়ম্বন আর,—
পলে পলে তুয়া শ্যাম,
কাল গণে অবিরাম,
শঙ্কাপূর্ণ হৃদয় আগার।

নিরাশ হওত কভু,
আসার আশায় তবু,
নিকুঞ্জেতে করে ঘর বার।
কভু ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস,
কভু চাহে নীলাকাশ,—
হেরইতে রজনীর গতি।
তাই সাধি চল দ্রুত অতি।

চাঁদনী নিশিথে পিক গায়,—
ভাবি তাহে নিশাশেষ,
সখি তুয়া হৃদয়েশ,
নিরাশায় ধরণী লুটায়।
আমার বচন ধর,
ত্বরা বেশ-ভূষা কর,
গিয়া দ্রুত ভেট বঁধুয়ায়।
মদন পীড়িত হরি,
যাও রাধে ত্বরা করি,
প্রেমালাপে তুষ গিয়া তায়।
বিলম্ব না সাজে লো তোমায়।

তবে রাই প্রিয় সখি সনে,
চলিলা বঁধুয়া পাশে,
বুকে প্রেম-স্রোত ভাসে,
সে মাধুরী বর্ণিব কেমনে!
যে পথে চলিবে রাই,
সখীগণ দ্রুত ধাই,
বৃন্ত ছিঁড়ি কুসুম যতনে—
বিছাওল পথি মাঝে,
পাছে কুশাঙ্কুর বাজে;
তাহে ঢালে সুরভী চন্দন,
তঁহি মাঝে আরোপি চরণ—

চলে রাই বঁধুয়া মিলনে।
সে প্রেম স্মরণ করি,
প্রেমে কে না ডুবে মরি,
কেনা ডুবে যুগলচরণে!
সখীরা তাম্বুল ল'য়ে,
কুঙ্কুম চন্দন ব'য়ে,
চলে সুখে চন্দ্রাননী সনে।

মরমে ও যুগমূর্ত্তি,
সদা যার হয় স্ফূর্ত্তি
নরজন্ম সার্থক তাহার
হেন ভাগ্য হবে কি বালার !

সপ্তম তরঙ্গ।

বাসক-সজ্জা।

সখীজনে কহে রাই,
আজু সখি মোর, নাহি সুখ ওর,
ভেটয়ব রসিক কানাই।

সাজা সবে কুঞ্জবন,
গাঁথ ফুল-মালা, সাজাওব কালা,
আজি সখি মনের মতন!

সাজাও মঙ্গলডালা,
দ্বারের নিকট, রাখ পূর্ণঘট,
বরণ করিয়া লব কালা।

রাখ সুবাসিত জল,—
করিয়া যতন, ধোব সে চরণ,
কেশেতে মুছাব পদতল।

কর ফুলের বিতান !
ল'য়ে শ্রান্ত হিয়া, আসিছে রসিয়া,
তঁহি মাঝে করাব শয়ান।

বাটা ভরি রাখ পান,—
করিয়া যতন, রাখলো চন্দন,
মিলব লো তাহা ল'য়ে কান।

কি করিবে ধনজন,
কুলশীল-দলে, শ্যাম-পদতলে,
দিয়া আজি জুড়াব জীবন।

সব শঙ্কা পরিহরি,
সাজাও বাসর, আসিছে নাগর ;
থুব তাহে হৃদয় উপরি।

রাই ভাষে সখীগণ,—
করিয়া যতন, মনের মতন,
সাজাওল নিকুঞ্জ-কানন।

জ্বালিয়া সুগন্ধ বাতি,—
লইয়া সজনী, আন মনে ধনী,
ঘর বার করে সারারাতি।

গাছের পাতাটি নড়ে,
মরমে গণিছে, বঁধুয়া আসিছে,
আবেশে ধরায় ঢলি পড়ে।

ধনীকো নবীন সঙ্গ,
নবীন নাগরী, রসের গাগরী,
খেলে বুকে রভস তরঙ্গ।

কানু-আশে মুগ্ধ বালা,
ইতি উতি ছুটে, চমকিয়া উঠে,
সখীরা আনিতে যায় কালা।

———

বাসকসজ্জা।

যতন করিয়া সখীগণ,—
সাজাওল বিনোদিনী,
বাঁধল মোহন বেণী,
ভুলে যাহে রসরাজ মন।
ললাটে সিন্দূর বিন্দু,
জিনিয়া শারদ ইন্দু,
কামধনু নয়নে অঞ্জন।

পরাইল অম্বর চিকণ,—
গলে ফুল-মালা দোলে,
হেরি তা' জগত ভোলে,
ভুলে যায় মন্মথ মথন।
যাবক শোভিছে পায়,
নূপুর বাজিছে তায়,
চাঁদে চাঁদে মিলন যেমন।

খোঁপা মাঝে দিল চাঁপা ফুল,
করেতে কঙ্কণ বালা,
রূপেতে জগত আলা,
রমণীরো হেরি প্রাণাকুল।
সাজাইয়া মনোমত,
মিলিয়া সঙ্গিনী যত
কানু-আশে হইছে ব্যাকুল।

রাজার ঝিয়ারী নব বালা,
পালঙ্কে শুতিয়া রয়,
তঁবহি না নিদ হয়,
পিরীতির কি বিষম জ্বালা!
ত্যজিয়া পালঙ্করাজি,
নব কিশলয়ে আজি,
কোমল শরীরখানি ঢালা।

ধনী জরজর প্রেম-শরে,
কানুকো মিলন আশা,
মরমে করেছে বাসা,
নিদ নাহি আওতহিঁ ডরে।

সাজায়ে বাসর ঘর,
কাঁপে ধনী থর থর,
সখী মিলি ঘর বার করে।



অষ্টম তরঙ্গ ।

উৎকণ্ঠিতা ।

প্রাণ মোর কাঁদে সই,
"আসিব" বলিয়া,
বলেছে রসিয়া,
আশা-পথ চেয়ে রই ।
বিনাইনু কেশ,
করিনু সুবেশ,
নাহি জানি শ্যাম বই !
কেমনে লো থির হই !
প্রাণ মোর কাঁদে সই,

কত অলিকুল,
করিয়া আকুল,
আনিলাম ফুল বালা,

শ্যামের গলায়,
দিবার আশায়,
গাঁথিনু মোহনমালা,
শ্যাম মোর এল কই।

প্রাণ মোর কাঁদে সই,
রমণীর মন,
করিয়া হরণ,
লুটিয়া পিরীতি ভার,—
ভুলে এক বার,
নাহি স্মরে আর,
এ দুখ কি ভুলিবার!
মরমে মরিয়া রই।

প্রাণ মোর কাঁদে সই,
ছিনু গেহবাসী,
করিল উদাসী,
তার সে বাঁশীর তান।

ঘরে থাকি হায়,
বাঁশী ডাকে "আয়",
ছুটে আসে পোড়া প্রাণ!
সাধে কি বাউরী হই।

প্রাণ মোর কাঁদে সই,
আমারে ফেলিয়া,
আমার কালিয়া,
রহল কুঞ্জেতে কার?
কত রাধা হায়,
বাঁধা তার পায়,
মোর নাই সেই বই।

প্রাণ মোর কাঁদে সই,
বুঝি শ্যামে মোর
দিয়া প্রেম-ডোর
কেহ বা বাঁধিল হায়!

তাই প্রাণ ধন,
এলনা এখন,
ভুলে গেল রাধিকায়।
রজনী পোহায় ওই।

প্রাণ মোর কাঁদে সই,
মোর মাথা খাও,
ত্বরা করি যাও,
দেখে এস কোথা বঁধু।
মোর প্রেম-ডোর,
ছিঁড়ি মন চোর,
কোথা লুটে প্রেম-মধু
কার প্রেমে ভোর হই।

উৎকণ্ঠিতা।

ওই লো তমাল শাখে,   কলকণ্ঠ কুহু ডাকে,
বুঝি নিশা পোহাইয়া যায়!
উদিয়াছে শুকতারা,   পূবদিক মাতোয়ারা,
উজলিছে সোণালী ছটায়।
আমি যে শ্যামের আশে, রয়েছি নিকুঞ্জ-বাসে,
আমি যে লো শ্যাম-কাঙালিনী!
এলোনা বিনোদ কালা,   বাড়িল বিরহ জ্বালা,
কেমনে বা জীবে অভাগিনী।
কি কব কহিতে লজ্জা,   বৃথা এ বাসর সজ্জা,
গেল বঁধু ভুলিয়া রাধায়।
প্রেম-ডোরে বাঁধি হায়, কে তারে রাখিতে চায়
জ্বালি বহ্নি মোর এ হিয়ায়।
ধর সই ধর মোরে,   প্রাণ যে কেমন করে,
দংশিতেছে বিরহ বিছায়।
অমি যে অবলা নারী, এত কি সহিতে পারি?
এনেদে লো গরল আমায়।

গরল করিয়া পান, ত্যজিব এ ছার প্রাণ,
চাহিনা লো শঠের প্রণয় !
না না কি হইবে তায়, পিরীতি বৃশ্চিক যায়
দংশিয়াছে ভেদিয়া হৃদয়,—
কি হবে মরণে তার, মরুক সে শতবার
তবহুঁ না যাবে সে জ্বলন।
মনকথা তোরে কই, এনেদে লো শ্যামে সই,
তবে যদি বাঁচে এ জীবন।

উৎকণ্ঠিতা।

সখি কেন নাহি এল কালবরণ ?
সেই কালরূপে ভুলে,
কলঙ্ক দিলাম কুলে,
সে হইল নিঠুর এমন !
মিছা এ রূপের জাল,
যৌবন হইল কাল,
বঁধু বিনা বাঁচে কি জীবন !

সখি কেন নাহি এল কালবরণ ?
যে জন সো বঁধু তরে,
রহে লো মরমে ম'রে,
শোভে তারে ছলনা এমন !
যে আগুন জ্বলে বুকে,
কহিতে সরে না মুখে,
দেখাবার নহে সে জ্বলন !

সখি কেন নাহি এল কালবরণ ?
হৃদে মোর শেল হানি,
ভুলিল পিরীতিখানি,
না হেরিব আর সে বদন !
জানিনা করি কি গুণ,
পরাণ করিল খুন,
কার্য্য সাধি ভুলিল এখন।

সখি ! কেন নাহি এল কালবরণ ?
কি মোরে করিল কালা,
কি ভেল পরাণে জ্বালা,

কেন দহে মোরে সে এমন!
ছিল সুধামাখা মুখে,
কে জানে গরল বুকে,
বল সই কি করি এখন!



নবম তরঙ্গ।

খণ্ডিতা।

ভৎ সনা ।

রজনী শেষেতে শ্যাম,
প্রবেশিলা কুঞ্জধাম,
রোষে তব্ না চাহল রাই ।
মানভরে নত বালা,
ছিঁড়িল কুসুম মালা,
তাম্বুলাদি ফেলিল ছড়াই ।
বঁধুয়া নীরবে ভাবে কি করি এখন
মানভরে বিনোদিনী কহিছে তখন ।

কোন্ ফুলে মধু খেয়ে,
প্রভাতে এসেছ ধেয়ে,
বাসী ফুলে কেন এ যতন !
একি হে বিনোদরায়,
ও বরাঙ্গে উথলায়
কেন হেন নিশা জাগরণ ?
কপালে সিন্দুর বিন্দু নয়নরঞ্জন
ধন্য সে সুন্দরী যেহে সাজালে এমন !

ও চারু অধর'পরে,
কে দিল সোহাগভরে,
তাম্বুলের দাগ হে এমন ?
কালতে লালের রেশ,
মিলেছে খুলেছে বেশ,
দর্পণেতে হের হে বদন।
এস এস ভাল ক'রে করি দরশন।
যে সাজালে হেন বটে রসিকা সেজন !

প্রভাতে দেখালে মুখ,
টুটিল সকল দুখ,
নিত্য হেন দিও দরশন !
দিন যাবে ভাল তবে,
কিছুনা জঞ্জাল রবে,
আর কিবা বলিব বচন !
রজনীতে ছিলে যথা দ্রুত তথা যাও।
এখানে দাঁড়ায়ে আর কেন ব্যথা পাও !

এত বলি মানভরে,
চাহে ধনী ধরা'পরে ;

করজোড়ে কহিছে কানাই—
"বৃথা ধনি কর রোষ,
নাহি মোর কোন দোষ,
শুনিবে কি কহিতে ডরাই !
আসিতে আঁধার রাতে নিকুঞ্জ ভবন,—
কণ্টকে অধর ক্ষত হ'য়েছে এমন !

নহে তাম্বুলের দাগ,
তুয়া প্রেম-অনুরাগ,
রঙিয়াছে আমার বদন।
তোমারি মিলন তরে,
গৌরী আরাধনা ক'রে,
পরিয়াছি প্রসাদি চন্দন।
রোষে তুমি সে চন্দনে দেখিছ সিন্দূর !
বিনা অপরাধে মোরে হ'য়োনা নিঠুর।"

এত বলি রসরায়,
চরণ ধরিতে যায়,
রোষে বালা দূরে ভই গল।

হেরিয়া বিষম মান,
আকুল বঁধুর প্রাণ,
বিষাদেতে ভূমে বইঠল।
কেমনে ভাঙিবে মান ভাবিছে উপায়।
বালা বলে তুয়া দোষে ঘটল এ দায়!

মানিনী।

গেহে ফিরে যাও শ্যাম হেথা আর কাজ নাই।
কেন আর নিশাশেষে,
দরশন দিলে এসে,
সে ধনী শুনিলে পাছে কুঞ্জেতে না দেয় ঠাঁই।

এখনো সময় আছে ত্বরা যাও তার পাশে।
আমরা আহিরী বালা,
গাঁথিয়া কুসুম-মালা,
সারারাতি ব'সে ছিনু বঁধুহে তোমারি আশে।

সে প্রেমের প্রতিদান ভালই করিলে বাঁকা !
সাধের নিকুঞ্জবাস,
ছাওল দীরঘ শ্বাস,
প্রভাতে এখন আর কেন মিছা মন রাখা !

তোমার ছলায় ভুলে দূরে গেল জাতিকুল,
আর না ভুলিতে চাই,
ত্বরা যাও তার ঠাঁই,
আজি আমাদের গেছে ভাঙিয়া সকল ভুল।

কেন শঠ দাঁড়াইয়া আমার কুঞ্জেতে আর ?
পরশি ও শঠ চিত্র,
কুঞ্জ হবে অপবিত্র,
তাই বলি দ্রুত হও আমার কুঞ্জের বার !

আমরা নিঠুর শঠে কভুনা পরশি হরি !
পর পুরুষের বায়,
যদি কভু লাগে গায়,
সিনিয়া যমুনা জলে আপনা পবিত্র করি।

অবলার কুঞ্জে তুমি কেন হে দাঁড়ায়ে আর ?
যাও পাছে দেখে কেহ,
চাহিনা শঠের লেহ,
না গেলে লইবে সখী ধরি রাজ-দরবার !

শ্রীমতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ।

কেন ধনি নিঠুরা এমন ?
এ চিত তোমারি কাছে,
চিরদিন বাঁধা আছে,
তোমা বিনা না হেরে নয়ন।
সখা সনে গোঠে যাই,
আনমনে সদা চাই,
যদি পাই তুয়া দরশন।

আমি দেহ তুমি লো জীবন,—
কেহ কি আপন প্রাণ,
দিতে পারে বলিদান,
কেমনে ভুলিব ও বদন !
এ ক্ষুদ্র পরাণখানি,
বাহিরে এনেছ টানি,
শূন্য করি হৃদয় ভুবন ।

মাধব লো তুয়া ছাড়া নয় ।
তোমারি ধেয়ানে মোর,
রজনী হইল ভোর,
তাই হেন ভেল অসময়,
সমাধি লভিয়া তোঁহে,
রজনী গোয়ানু মোহে
তবু তুহিঁ দাসেরে নিদয় ।

শুন ধনি শপথি তোমার,—
তোমা বিনা অন্য জনে,
নাহি হেরি দুনয়নে,
তুহিঁ শুধু পরাণ আমার ।

তবুও সন্দেহ ভার,
আমারি কপাল ছার,
বেশী তোরে কি বলিব আর !

রাখ ধনি মিনতি আমার ।
বিরহ দহনে প্রাণ,
করিতেছে আনচান্,
বাঁচাও লো বর্ষি প্রেমধার ।
নতু এ অনলে আর,
প্রাণ থাকা হবে ভার,
কানু নাহি জীবে লো তোমার ।

তবু ধনী নাথে একবার,
না চাহল তুলি আঁখি,
করেতে কপোল রাখি,
নিশোয়াস ত্যজে বার বার ।
কতই সাধল কান,
তবু না ভাঙল মান,
ভাসি তবে নয়ন ধারায়,—
কুঞ্জ তেয়াগিয়া বঁধু যায় ।

দশম তরঙ্গ।

মান।

কহিছে ললিতা শুন বিনোদিনি
কেমন পরাণ তোর,
কানু হেন নাহ উপেখা করিয়া
মানেতে রহলি ভোর!

সারা ব্রজনারী আপনা ভুলিয়া—
সদা লুটে যার পায়,—
সোবর নাগর রোই চলি গেও
ফিরে না চাহলি তায়।

তোর উপেখায় আকুল বঁধুয়া—
ত্যজে বা আপন প্রাণ!
কেমন পাষাণে বাঁধলি হৃদয়—
কভি না ছোড়লি মান।

এ গোকুলে বল তুয়া সম আর
কেবা আছে ভাগ্যবতী,
তুমি সে কানুর সরবস্ব ধন.
তুমি সে কানুর গতি।

তবহিঁ তুহার না মিটিল আশ
ক্ষুদ্র ছিদ্র নিরখিয়া,—
দারুণ মানের শরে লো পাষাণী
ভাঙনি তাহার হিয়া।

কুমুদি মুদিত হ'লে ভৃঙ্গবর
আনফুলে মধু খায়
তুই ত মানিনী উপেখলি তায়
তবহুঁ লুটাল পায়।

হেন গুণমণি নাহ তেয়াগিয়া
কেমনে ধরবি প্রাণ ?
সো বদন পানে ফিরে না চাহলি
এতই কি প্রিয় মান !

মান দূরে গেল ধনী আথে ব্যথে,
কহিছে সখীর ঠাঁই,—
"আপন দোষেতে রতন হারানু
এবে সখি কোথা যাই।

তুমি সে আমারে কহ হিতবাণী,
তাই সখি সাধি তোয়,
কহলো উপায় অবহিঁ কানাই
কেমনে মিলব মোয়!

যদি সো বঁধুরে নাহি পাই আর—
ত্যজিব এ ছার প্রাণ।
সখীরা বলিছে অব্ থির রহ
অবহুঁ মিলব কান।

—

সখীর প্রতি মানিনী রাই।

কহিছে রাধিকা শুনলো সখি,
এমন পিরীতি কভু না লখি।
আকাশে উঠায়ে ফেলিল তলে।
ডুবাল তরণী অগাধ জলে।
মুখে মধু হৃদে গরল তার,
এমন কবহুঁ না দেখি আর।
সঙরি সঙরি উহারি কথা,
পঞ্জরে আমার বিঁধিল ব্যথা !
কি ছার পিরীতি জারল দেহ,
না চাহি সজনি এমন লেহ।
কপটের সঙে পিরীতি করি,
থাকিতে লো আয়ু অকালে মরি।
চাহি না লো হেন পিরীতি ছার,
শ্যামর কাহিনী না বল আর।
সোনাম শ্রবণে পশয়ে যব্
হৃদি মাঝে আগি জ্বলয়ে তব্

তুঁহি সখি ভালি হওলি দূতি,
তোঁহারি কারণে মোর এ গতি।
এতই বলিয়া মানের ভরে,
বইঠল ধনী ধরণী'পরে।
সজনী তবহিঁ চরণ ধরি,
টুটায়ল মান যতন করি।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখী।

শ্যাম পাশে গিয়া সখি
করে নিবেদন,
চল বঁধু ত্বরাগতি
নিকুঞ্জ কানন।

তুহিঁ যব্ কুঞ্জ হতে,
আওলি নিকালি,
তিতাওল ধরা রাই
আঁখি লোর ঢালি।

তুহঁার নয়ন ধার
করিয়া স্মরণ,
বিষাদে কাতর ভেল
সব সখীগণ।

তুহঁারি কারণ মোরা
করিয়া যতন,
কতই সাধিনু তার
ধরিয়া চরণ।

অব্ টুটয়ল মান
নাহি কোন ডর,
নিকুঞ্জে আসিয়া
তারে মিলহ সত্বর।

তব্ যদি রোখে ধনী
নেহারি তোমায়,
করজোড়ে নিজ দোষ
মানায়বি তায়।

ঢাকিবারে নিজ দোষ
যতহুঁ চাহবি,
বাড়িবে ততই মান
বেদনা পাওবি।

রাইক পরজা তুঁহি
সেহ ভেল রাজ
রাজপাশে অনুনয়ে
নাহি কোন লাজ।

তব কানু সখীসহ
করল গমন,
বসিয়াছে যথা ধনী
ল'য়ে সখীগণ—

তথা গিয়া ধীরে ধীরে
বইঠল কান,
হৃদয়ে লইতে চাহে
মনে জাগে মান।

"কি করি" নীরবে কানু
ভাবিছে তখন,
সখী কাণে কাণে বলে
"ধর শ্রীচরণ"।

চরণে সাধল বঁধু
দূরে গেল মান,
বালা সে মাধুরী হেরি
পাওলো পরাণ।

সখীর প্রতি শ্রীমতী।

সখি কোথা বঁধুয়া আমার,—
দারুণ মানের শর,
ভাঙিল মরম ঘর,
এবে বুঝি প্রাণ থাকা ভার!

মাধব চরণ ধরি,
কত না সাধল মরি,
কিবা ভেল কুমতি আমার।
মু'তুলে একটি কথা না কহিনু তায়,
পাষাণে বাঁধিয়া বুক খেদাইনু হায়।

বিদগধ মাধব আমার,—
হেরি নিঠুরতা মোর,
মুছই নয়ন লোর,
তবু মোরে সাধে—বার বার।
তবু হৃদি টলিল না,
এ পাষাণ গলিল না,
এ জীবনে কিবা কাজ আর।
মানভরে উপেখিয়া এবে ঝুরে মরি,
বঁধুয়া বিহনে কৈছে পরাণ বা ধরি।

তার সখি নাহি কোন দোষ,
কেমন পাষাণী হাম,
কাঁদি চলি গেল শ্যাম,
কোথা রাখি এই আপশোষ।

তোরাও যতন ক'রে,
কত সমুঝালি মোরে,
তবু মোর না টুটল রোষ।
যে বিনা তিলেক সখি না রহে পরাণ
ধিক নারীজাতি কেন করে তারে মান!

চাহি না লো এ তুচ্ছ পরাণ,—
যে দারুণ মান হায়,
উপেখল বঁধুয়ায়,
আজ তারে দিব বলিদান।
কানু তেয়াগল মোরে,
তবে লো কেমন ক'রে,
ব্রজমাঝে দেখাব বয়ান!
আজি যমুনায় সখি ডালি দিব প্রাণ,
কানুকো না করে যেন আর হেন মান।

এ জীবনে ঘটিল কি ভুল,
রসিক নাগর রায়,
তাহারে ঠেলিনু পায়,
এবে কেন পরাণ আকুল।

যে বর নাগর পায়,
সবাই বিকাতে চায়,
আহা মরি না লইয়া মূল !
জানি না কেমনে হায়,
নিঠুরা হইনু তায়,
কেন মানে ভরা হৃদিকূল ।
বিঁধিল মরম মাঝে সখি তীক্ষ্ণশূল,
এ জীবন বৃথা—গেল একুল ওকুল ।

শ্রীমতীর প্রতি সখী ।

এমন নিঠুর কথা
বল ধনী কেমনে ?
কেমনে বধিতে চাও
সো বঁধুয়া রতনে ?

তোমা বিনা নাহি স্মরে
সে যে দিবা নিশীথে,
তারে উপেখিয়া চাও
যমুনায় পশিতে !

দারুণ মানের দায়ে
তুমি প্রাণ ত্যজিবে,
তব সহচরী তবে
কেহ নাহি বাঁচিবে।

তোমা বিনা না বাঁচিবে
সেই বর নাগর,—
আমার বচন ধরি
ধর পদ তা কর।

অবহিঁ ক্ষমিয়া তুঁহে
কুঞ্জেতে সে আওব
অনন্ত বিরহ ব্যথা
সব দূরে যাওব।

সাধল চরণ ধরি
নাচাহলি ফিরিয়া,
সে যে কেঁদে ফিরে গেল
মরমেতে মরিয়া।

এখন কি হবে ধনি
বল আর কাঁদিয়া,
হারালে রতন কভু
নাহি আসে ফিরিয়া।

মিনতি করিয়া হাম
কত তুঁহে সাধলি,
কাঁদালে কাঁদিতে হয়
তখন না বুঝলি।

এখন কি হবে আর
যমুনায় পশিয়া,
আমরণ কর ধ্যান
নিরজনে বসিয়া।

যেমন করিলে কাজ
ফলভোগ তা কর,
তবে যদি করুণায়
চাহে বর নাগর ।

বালা কহে কত বল
নিঠুরালি করিয়া,
হাম আনি মিলায়ব
অবহিঁ গো কালিয়া ।

মিলন ।

কানু না পাইয়া রাই,
আকুল হইয়া, কতই কাঁদিয়া,
সাধিল সখীর ঠাঁই ।
বিরহ বিহনে, মধুর মিলনে,
রস নাহি উথলায়,
তাই সখীগণ, বঁধুয়া বচন,
না শুনিল উপেখায় ।

তারা ভাবে মনে, এ নব মিলনে,
উছসি উঠিবে ধরা,
তবে সে মিলন, হবে অতুলন
নহে বিড়ম্বনা করা।

রস আশে সখীগণ,
পরিখে নাগর, করি সমাদর,
পরিখে নাগরী মন।
সখীগণে রাই কহে "ত্বরা যাই
আন মোর বঁধুয়ায়।"
সখীগণ কয়, সে বড় নিদয়,
কুঞ্জে না আসিতে চায়।
সাধিলে তাহায়, গরবে না চায়,
বলে "কিবা দায় মোর,
আভিরীর পাশে, যাব কোন আশে,
নিশীথে হইয়া চোর"।

আবার মাধব যবে,
দেখাইতে রাধে, সখী ঠাঁই সাধে,
সখীগণ কহে তবে,—

কেন অনুরোধ, আর উপরোধ,
সে যে না মানিতে চায়,
সে বড় নিঠুর, প্রেম কৈল চূর,
মিলনে ঘটিল দায়।
প্রতিজ্ঞা তাহার, তুয়া মুখ আর,
না করিবে দরশন,
যদি ঘটনায়, কভু চোখে ভায়,
মুদিয়া সে দুনয়ন—

পশিবে হে যমুনায়।
তবে তোমাধনে, বলহে কেমনে,
লব তার কুঞ্জে হায়!
এতই শুনিয়া, আকুল হইয়া,
ভূতলে লুটায় শ্যাম,
খুলে গেল চূড়া, শিখি পাখা গুঁড়া,
অঙ্গেতে বহিল ঘাম।
নূপুর ছিঁড়িল, ধড়াটি খসিল,
নয়নে বহিল ধারা।
ধূলিমাখা কায়, কবে হায় হায়,
হইল সম্বিত হারা।

নেহারিতা সখীগণ,
হইল কাতর, চিত জ্বর জ্বর,
ভাবি সবে মনে মন,
বসি সেই ঠাম, শ্রীমতীর নাম,
শুনাইল কর্ণমূলে,
শুনি রাধা-নাম, উঠে বসে শ্যাম,
হৃদয় অবশে ঢুলে।
সখী মুখ চাই, কহিছে মাধাই,
"কেন দিলে জিউ দান!
এ জীবনে আর, কি ফল আমার
গেলে পর পাই ত্রাণ।

যদি কভু মোরে আর,—
করুণায় রাই, কুঞ্জ মাহ ঠাঁই,
নাহি দেয় একবার—
বাঁচিয়া কি ফল, মরণ মঙ্গল,
কেন না পরাণ যায়!
রাই হারা হ'য়ে, এ পরাণ ব'য়ে,
কি ফল হইবে হায়!

রাধাকুণ্ড মাঝ, প্রবেশিয়া আজ,
দিব জীউ বিসর্জ্জন।
মোরে দয়া করি, রাই-কর ধরি,
জানাইও এ বচন।

এত বলি নটবর,
রাধাকুণ্ড পাশে, ধায় ঊৰ্দ্ধশ্বাসে,
অরপিতে কলেবর।
হেরি সখীগণ, কাতরে তখন,
ধরিল মাধব-কর।
কহে সখীদল, হয়োনা চঞ্চল,
বল হে রসিকবর,
নারী মানে হায়, কবে কে কোথায়,
ত্যজিয়াছে কলেবর!
একান্তই আর যদি রহিবার,
নাহি পার নটবর,—

এস আমাদের সনে,—
কুঞ্জের বাহিরে, অতি ধীরে ধীরে,
দাঁড়াইবে নিরজনে—

বাহিরিলে রাই, অমনি কানাই,
চরণে ধরিও তার ।
দূরে যাবে মান, তুমি পাবে ত্রাণ
লভি প্রেম-পারাবার !
এত বলি তবে, শ্যামে ল'য়ে সবে,
চলিল নিকুঞ্জ মাঝ ।
সখীর কথায় মিলন আশায়
তাপ ত্যজে রসরাজ ।

দূরে রাখি শ্যামচাঁদে,
কুঞ্জেতে তখন, গেলা সখীগণ,
যেখানে রাধিকা কাঁদে ।
হেরি সখীগণে, কাতর বচনে,
কহিছেন বিনোদিনী,—
সত্যকি কানাই, না হেরিবে রাই,
নিঠুর কি সে এমনি !
রাধিকার কথা, রাধিকার ব্যথা,
পড়েনা মনেতে তার ?
পূরব কথন, শুধুকি স্বপন,
একি হৃদি কালিয়ার ?

এত সে নিঠুর হায় !
মোর মনকথা, মোর মনব্যথা,
সত্য কি ব'লেছ তায় !
কহে সখীদল, বলেছি সকল,
তবু না বুঝিল ব্যথা,
রাখাল সে হয়, কি বুঝে প্রণয়,
ছেড়ে দাও তার কথা।
শুনি সে বচন, রাধিকা তখন,
কহে শুন সহচরী।
হৃদয়ে যাহারে— বসায়েছি তারে—
ভুলিতে মরমে মরি।

আর না রাখিব প্রাণ,
শ্যাম নাম করি শ্যামকুণ্ড পরি,
দিব আজি আত্মদান।
করি মোরে স্নেহ, সেই মৃত দেহ,
রাখিও তমাল গায়,
দিনান্তে তথায়, আনি বঁধুয়ায়,
দিও মোরে তার বায়।

ম্রত প্রাণ মোর, হবে সুখে ভোর—
সে বায় পরশ করি,
ওলো সখীগণ, এই নিবেদন,
রাখিস্ করেতে ধরি।

এত বলি বার বার,—
দ্রুতগতি হায়, কুণ্ড পাশে ধায়,
হইছে কুঞ্জের বার,—
হেনই সময়, শ্যাম রসময়,
চরণে পড়িল তার।
সে দৃশ্য হেরিয়া, বিভল হইয়া,
বিনোদিনী চমকিল,
বঁধুয়া তখন, করিয়া যতন,
পা দুখানি বুকে নিল।
বলে ক্ষম মোয়, শপথিলো তোয়,
বদনে চুম্বন দিল।

তখন ভাঙিল মান।
উভয়ে তখন, করে আলিঙ্গন,
অবশ যুগল প্রাণ।

করিয়া যতন, প্রেমে সখীগণ,
দুঁহে নিল কুঞ্জ মাঝে,
কুঞ্জের ভিতর, কিবা মনোহর,
যুগল রতন রাজে।
দুঁহার হৃদয়ে, কত তান লয়ে,
প্রেমে পাখোয়াজ বাজে।
গোপাঙ্গনাগণে, সেবিছে দুজনে,
ত্যজিয়া ধরম লাজে।



একাদশ তরঙ্গ ।

প্রেম-বৈচিত্র্য।

হৃদয়ে হৃদয়ে ছুঁহে তনু তনু জোর,—
প্রেমালসে দুহুঁ চিত হওল বিভোর।
সখীগণে কহে ধনী,
কোথায় সে নীলমণি,
একবার দেখাওলো তার চারু মুখ।
সে বিনা দহিছে সখি! নিতি মোর বুক।

পিপাসী চাতকী আমি সে যে নবঘন,
কেঁদে কেঁদে এত ডাকি না দেয় দর্শন।
সে মোর নিঠুর নয়,—
তবু কেন হেন হয়,
মোর তরে সদা সখী সে যে লো পাগল।
আমারি পিরীতি তার বুকে ঢল ঢল।

আমারি হৃদয়ে রাখি তবু ভাবে দূরে,—
মোর নামে বঁধু তাই সদা বাঁশী ফুরে।
আমার দর্শন তরে,
সদা নানা ছল করে,
আমি সখী যেন তার জীবনের তারা।
তিল না দেখিলে পরে হয়লো সে সারা।

এমন পিরীতি সখি দেখি নাই আর।
এক মুখে কত কব গুণ বঁধুয়ার।
পেয়ে হেন বঁধুয়ায়,
হেলায় হারানু হায়,
সে বিনা তিলেক প্রাণ রাখিতে নারিব।
যমুনায় পশি আজ যাতনা নাশিব।

বলো তার দেখা পেলে ধরি শ্রীচরণ
"তোমার বিরহে রাই ছোড়িল জীবন"
এত বলি কাঁদে রাই,
সখী-মুখ পানে চাই,
ভালে করাঘাত করি করে হাহাকার।
শুধু মুখে বোল "কোথা বঁধুয়া আমার"

যার পদে সঁপিলাম জীবন যৌবন,—
অব্ কোথা গেলে তার মিলব দর্শন।
জীবনে মরণে সই,
সে বিনা কাহারো নই,
এই দেখ মোর হৃদি ভরা সে "ছটায়"।
এত বলি নখে হৃদি বিদারিতে চায়।

দ্রুত আসি সহচরী ধরি দুটি কর,—
কহে "ধনী হের ওই শ্যাম নটবর।
কেন ভাস আঁখি-জলে,
তুমি শ্যাম-হৃদিতলে,
উঠ আলিঙ্গিয়া তায় জুড়াও জীবন।
বঁধু-বুকে রহি কেন রোও লো এমন!"

তব্ ধনী ইতি উতি চারি পানে চায়,
হেরিল হৃদয়ে নিজ শ্যাম বঁধুয়ায়।
নাহিক সুখের ওর,
ঘুচিল বেদনা ঘোর,
উভয়ে উভয়ে হেরে বিভল হিয়ায়।
বালা কবে রত হবে যুগল সেবায়।

দ্বাদশ তরঙ্গ।

বংশীশিক্ষা।

(১)

ধনি তুঁহে এ মিনতি মোর,—
একবার শ্যাম সাজি,
দাঁড়াও কুঞ্জেতে আজি,
আমি হই কমলিনী তোর।
ও চারু চিকণ চুলে,
চূড়া বাঁধ বেণী খুলে,
নীলসাড়ী করি বরজন,
পীত ধটি পর লো এখন।

দাঁড়াও ত্রিভঙ্গঠামে সখি,
চরণে নূপুর প'রে,
করেতে বাঁশরী ধ'রে,
আমি প্রাণভরিয়া নিরখি।

ভাসিয়া নয়ন জলে,
মোর বাঁশী"রাধা"বলে,
শুনি বাঁশী কি বলে তোমার !
পূরাও লো বাসনা আমার ।

চারু করে বাঁশী ভাল সাজে,
পিয়ি ও অধর সুধা,
মিটুক বাঁশীর ক্ষুধা,
দেখি বাঁশী কি মোহনে বাজে ।
আমি আজ তুমি হ'য়ে,
কাঁখেতে গাগরী ল'য়ে,
বারি আশে যাব যমুনায় ।
ধীরে চাব কদম্ব তলায় ।

তুমি ধনি নিতি মোর তরে,
কুল শীল লাজ ভয়,
তেয়াগিয়া সমুদয়,
ছুটে আস নবরাগ ভরে ।

তাই আমি রাধা সাজি,
দেখিবারে চাহি আজি,
বহে তাহে কত সুধাধার।
পূরাও এ বাসনা আমার।

এত শুনি রসময়ি কয়,—
"কি বল মরি হে লাজে,
যার কাজ তারে সাজে,
নারী করে বাঁশী না শোভয়।
কুলের ললনা হাম,
পারিবনা হ'তে শ্যাম,
জানিনা হে আমি বাঁকা হ'তে,
তবে বাঁশী ধরিব কি মতে ?"

বংশীশিক্ষা।

(২)

হাসিয়া বঁধুরে কহে শ্যাম নটবর
সাধি তোর শ্রীচরণে,
এ বড় বাসনা মনে,
তব করে হেরিবারে বাঁশী মনোহর।
ছাড় ছল মোর কীরে,
বাজাও বাঁশরী ধীরে,
দেখিব লো উঠে তাহে কি ললিত স্বর!

কহে তবে রাই শুন রসিক শেখর,
আমি তবে শ্যাম হ'য়ে,
দাঁড়াই বাঁশরী ল'য়ে,
শুন মোর বামে বসি মূরলীর স্বর।
পরি রাই পীত ধটী,
আঁটিয়া বাঁধিল কটি,
বেণী খুলি বাঁধে রাই চূড়া মনোহর।

পরিল ললাটে ধনী উজল চন্দন,
কঙ্কণ তেয়াগি বালা,
পরে তোড় তাড় বালা,
চরণে নূপুর সাজে নয়ন রঞ্জন।
নাগরের বেশ ধরি,
নাগরে নাগরি করি,
ত্রিভঙ্গিম ঠামে ধনী দাঁড়ায় তখন।

তবে রাই হাসি হাসি বাঁশরী ধরিয়া,—
বলে কোন্ রন্ধ্রে বাঁশী,
উগারে অমিয়ারাশি,
কোন্ রন্ধ্রে ব্রজপুর উঠে হে মাতিয়া,—
কোন্ রন্ধ্রে দিলে তান,
গোপীর অবশ প্রাণ,
কদম্ব তলায় বঁধু আসে হে ধাইয়া ?

কোন্ রন্ধ্রে পিককুল মধুরিম গায়,
মলয়ে সুরভি ছুটে,
বসন্ত জাগিয়া উঠে,
অযুত কুসুম দল ফুটে সাহারায় ?

কোন্ রন্ধ্রে মোর নাম,
গাহে বাঁশী অবিরাম,
সে সব শিখায়ে বঁধু দাও হে আমায়!

তবে বঁধু হাসি হাসি বাঁশরী শিখায়,—
কিশোরী পিরীতি রঙ্গে,
ঢলিয়া কিশোর অঙ্গে,
মোহিয়া বঁধুয়া মন বাঁশরী বাজায়।
শুনি সে বাঁশীর সুর,
মাতিল বরজ পুর,
রাধা সাজি বামে বাঁশী শুনে রসরায়।

কত তন্ত্রে কত মন্ত্রে বাঁশরী বাজায়,—
ছড়াইয়া সুধারাশি,
কম-করে বাজে বাঁশী,
ছুটে আসে গোপীদল কদম্ব-তলায়।
নবছটা হেরি তারা,
হওল আপনা হারা,
বালার হৃদয়খানি বিমোহিত তায়।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ।

গোষ্ঠ।

(১)

গোঠেতে বাজায়ে বেণু,
মাধব চরায় ধেনু,
ত্রিজগত মাতি উঠে
শুনি সে বাঁশীর তান।

সে বাঁশী যে শুনে মজে,
কুলবতী কুল ত্যজে,
জটিলা কুটিলা তারা (ও)
রহে ঊর্দ্ধ করি কান।

শুনি সে বাঁশীর স্বর,
রাধার মরম ঘর,
উছাসে উঠিল কাঁপি
ইতি উতি ফিরে চায়।

নীবির বাঁধন নড়ে,
বেণীটি এলায়ে পড়ে,
প্রেমে ডগমগচিত,
কি মাধুরী উথলায়।

কহে রাই সখীগণে,
হেরিবারে শ্যাম ধনে,
চল সবে গোঠে যাই
বিলম্বে নাহিক ফল,—

সখীরা হাসিয়া কয়,
"এ যে সখি অসময়,
শাশুড়ী ননদী যদি
জানে কি হইবে বল ?

পরাণে ধৈরয ধ'রে,
এবে সখি রও ঘরে,
আমরা কুলের বধূ
পদে পদে আছে ভয়।

সাঁঝেতে যমুনাজলে;
যাইব সঙ্গিনীদলে,
হেরিব কদম্বতলে,
সখি শ্যাম রসময়।

শুনিয়া সখীর কথা,
মরমে পাইয়া ব্যথা,
মুছিয়া নয়ন ধারা,
ধীরে বিনোদিনী কয়,

ধৈরয না ধরে প্রাণ,
করিতেছে আনচান,
শ্যাম-পদে দিছি সখি
মোর কুল শীলচয়!

ছিঁড়েছি কুলের ডোর,
কুল কি করিবে মোর,
শ্যাম-প্রেমে ভাসাইয়া
দিছি সখি আপনায়।

তবে আর ভয় কেন,
কেন বা রোদন হেন,
চল দ্রুত হেরি গিয়া
মোর শ্যাম বঁধুয়ায়।

সত্য যদি শ্যামে প্রাণ,
সখিলো দিছিস দান,
সব শঙ্কা পরিহরি
আয় তবে ছুটে আয়।

এত শুনি সখীগণে,
উছাসে কিশোরী সনে,
যে দিকেতে বাজে বাঁশী
সেই দিকে ছুটে যায়।

সখী সহ গোঠ মাঝে,
নবীন নাগরী রাজে,
হেরি তাহা ধীরে ধীরে
আসি তথা রসময়,

কহিছে তোমরা হেন,
নীরবে এখানে কেন,
এসেছ হরিতে ধেনু
হেন মোর মনে লয়।

লাজে নত গোপীদল,
রোষে ভেল বিচঞ্চল,
কহে "অসঙ্গত হেন
কেন হে কহিছ কান্?

আমাদের রাজা রাই,
গোধন নাহিক চাই
আনিয়াছি মনোচোরে
দিতে মোরা দণ্ড দান।

চোর বলি কর রোষ,
জাননা নিজের দোষ,
হৃদয়-আগার মাঝে
গোপীর পিরীতি ধন,

ছিল হে গোপনে ঢাকা,
বল দেখি শুনি বাঁকা,
তোমার বাঁশরী তায়
কেন করে আকর্ষণ ?

তোমার বাঁশরী হায়,
কুলের মাথাটি খায়,
এ দুপুরে কুলনারী
টেনে আনে গোঠমাঝ,—

না বুঝি নিজের দোষ,
অন্য জনে কর রোষ,
এ তব কেমন রীতি
স্মরিতে উপজে লাজ।

চোরেতে যে চুরী করে,
টাকা কড়ি লয় হ'রে,
রাজদ্বারে দণ্ড পায়
ভোগ করে কারাবাস।

তুমি বড় পাকা চোর,
কাটিলে মরম ডোর
আবার করিয়া জোর
হৃদে ব'স বারমাস।

তোমার এ গুণগ্রাম,
রাজ পাশে গিয়া শ্যাম,
যদি হে জানাই মোরা
তা' হইলে কিবা হয়?

যে জন আপনি চোর,
তার কেন এত জোর,
তাই বলি সাবধানে
কও কথা রসময়।

এত শুনি মৃদু হাসি,
নটবর কাছে আসি,
কহে "সখি কেন তোরা
মিছা দোষ দিস্ মোর?

মাঠে আসি ধেনু রাখি,
কারো না কথায় থাকি,
কেমনে বলিস তবু
রমণী-হৃদয় চোর !

আমি যবে গোঠে আসি,
ল'য়ে প্রেম-সুধারাশি,
পাতি হাস্য রসফাঁদ
তোরাই চাহিস নই,

সে ফাঁদে কটাক্ষ-ঘায়,
মন-মৃগ প'ড়ে যায়,
বিচারিয়া দেখ তাহে
আমি কোন দোষী নই।

এত বলি রাধিকায়,
প্রেমে আলিঙ্গিতে চায়,
কহে তবে প্রেমময়ী
করিয়া পিরীতি রোষ,—

"কুল রমণীরে হেন,
নিলাজ করিছে কেন,
বল দেখি বিচারিয়া
সখিলো কাহার দোষ?"

গোষ্ঠ।

(২)

যমুনাকো তীরে গোঠের মাঝে,
বহিঠল শ্যাম রাখাল সাজে।
চৌদিকে রাখাল রয়েছে সাথ,—
তারা ঘেরা যেন রজনীনাথ।
হাম্বা হাম্বা রবে চরিছে ধেনু।
হাসিয়া রসিয়া বাদিছে বেনু।
শুনিল মধুর মুরলী যব্,
উজানে ফিরিল যমুনা তব্।
পশু পাখী সব আপনা হারা,
হওল স্তবধ জগত সারা।

সে স্বর গোপীর পশিয়া কাণে,
অমিয়া ঢালিল সরল প্রাণে !
রাখালের বেশ ধরিয়া তব,
আওল গোঠেতে গোপিকা সব।
ভিন্‌দেশী গোপ নেহারি তবে,
কহিছে কানাই গোপিকা সবে।
"কে রাজা তোদের কোথায় বাস ?
এখানে কি হেতু করি কি আশ ?"
কহিছে তাহারা "শুন হে হরি,
মান নগরেতে বসতি করি।
পায় ধরানর পাড়াতে ঘর,
বুঝিলে কিছু কি রসিকবর ?"
রাইকে দেখায়ে কহিছে তবে,
"ইহাঁরি পরজা আমরা সবে।
যদি হে আপন মঙ্গল চাও,
দাসখত এঁরে লিখিয়া দাও।
নিজ রাজ্যে সুখে রহিবে তবে,
নতুবা আমরা লুটিব সবে।"
এত বলি গাভী ধরিতে যায়,

গোপ সব পথ রোধিতে ধায়!
নিরালায় কানু নেহারি রাই,
করিল চুম্বন বদন চাই।
বালা বলে ভাল রসিকরাজ!
অনাসে সাধিলা আপন কাজ।

সুবল মিলন।

সখা সহ গোঠে কানু
হাস্যরস মাঝে ভাসে,
ধেনুদল মনসুখে,—
বেড়াইছে চারি পাশে।

রাখাল বালকগণ
সাজাতে বিনোদকালা,
মনসাধে সবে মিলি
গাঁথে ফুল গুঞ্জামালা।

সুবল চম্পক দাম
  আনিল মনের সাধে,
বাসনা চম্পক দামে
  সাজাইতে কালাচাঁদে।

হেরি সে চম্পক কানু
  করি কত হায় হায়,
হইল সম্বিত হারা
  ভূমে গড়াগড়ি যায়।

হেরি তা আকুল ভেল
  রাখাল বালকদল,—
কেহ বা বীজন করে
  কেহ মুখে দেয় জল।

তবু এক বিন্দু শ্বাস
  না বহিল একবার,—
সুবল তখন তবে
  ভাবিল উপায় সার।

বুঝিল সুবল সখা
　নেহারি চম্পকদাম,
চম্পকবরণী স্মরি
　অচেতন ভেল শ্যাম !

সুবল তখন ধীরে
　আয়ান-আলয়ে যায়,
"হেথা কেন কোন্ কাজে"
　জটিলা সুধায় তায়।

"তোমরা কালারগণ
　হেরি বড় পাই ভয়,
কালিয়া ঢালিল মোর—
　কুলেতে কালিমাচয়।

সুবল কহিছে হাসি
　কিছু তব ভয় নাই,
হারায়েছে বৎস এনু—
　খুঁজিতে খুঁজিতে তাই।

হেন কালে রাই সনে
ভেট ভেল নিরালায়,
ধীরে ধীরে সবিনয়ে
কহিছে সুবল তায়—

আনিনু চম্পকদাম
গাঁথিতে মোহনমালা,
তুঁহু স্মৃতি তাহে ভেল
মূরছি পড়ল কালা।

সে দারুণ মূর্চ্ছা তার
কিছুতে না ভাঙা যায়,
নিদান দেখিয়া তার
আসিয়াছি লো হেথায়।

তুমি যদি নিকটেতে
যাও ধনি একবার,
তবে সে দারুণ মূর্চ্ছা
ভাঙিবারে পারে তার।

নতু সে দারুণ মূর্চ্ছা
আর না ভাঙিবে ধনি,
হারাব জনম তরে
মোরা সবে নীলমণি।

এতহুঁ শুনিয়া রাই
তিতল নয়ন-লোরে,
বলিছে "কেমনে যাব
উপায় বলনা মোরে ?

দারুণ প্রহরী সম
শ্বাশুড়ী ননদী ঘরে,—
এক তিল তরে মোরে
আঁখি আড় নাহি করে।"

সুবল কহিছে ধনি
করেছি উপায় তার,
মোর বেশে গোঠে তুমি
কর দ্রুত অভিসার।

পর মোর ধড়া চূড়া
লও এ পাঁচনবাড়ী,
খুলে ফেল আভরণ
দূর কর নীল সাড়ী।

তোমার ও সাড়ী দাও
আমি প’রে ঘরে রই,
সুবল হইয়া তুমি
গোঠে যাও রসময়ি।

তবে না ঠেকিবে ধনি
শ্বাশুড়ী ননদীদায়,—
ঘুচিবে জঞ্জাল সব
জীউ পাবে রসরায়।

এত শুনি দ্রুত ধনী
ধরিল সুবল-বেশ,
মরি মরি কি মাধুরী
হেরিতে ধৈরয শেষ।

বৎস বুকে ল'য়ে ধনী
গোঠ মাঝে ত্বরা যায়,
নবরাগে ভাসে বালা
ফিরে কিছু নাহি চায়।

সুবল বেশেতে ধনী
বসে যথা শ্যামরায়,
সে কর পরশে শ্যাম
নয়ন মেলিয়া চায়।

সুবলে হেরিয়া পাশে
ফেলিয়া নয়নলোর,
কহে শ্যাম বল "কোথা
চম্পকবরণী মোর ?

সে বিনা তিলেক মোর
জীউ না ধরণে যায়,"
এত বলি ঘন ঘন
সুবলের মুখ চায়।

নেহারি কানুর বালা
সে নব উচ্ছ্বাসচয়,
প্রেম অশ্রুনীরে ভাসি
মধুরে মৃদুলে কয়।

"নহি হে সুবল আমি
তব দাসী রসরাজ,
তোমারি পিরীতি দায়ে
সুবল হ'য়েছি আজ।"

তবে প্রেমাবেগে দুঁহে
আলিঙ্গিল দুজনায়,
সে মাধুরী হেরি বালা
হারাইল আপনায়।

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ।

দুর্জ্জয় মান।

১

আর না হেরিব সখি কালবরণ,
কালা বঁধু শঠ বড়,
নারী বধে অতি দড়,
হেন আর না দেখি কখন।
বংশীদ্বারে হরি মন,
হয় শেষে অদর্শন,
মুখামৃতে হরে লো জীবন।

আর না হেরিব সখি কালবরণ,—
হেরি কাল কোকিলায়,
পরাণ জ্বলিয়া যায়,
কাল কেশ করিব বর্জ্জন।
এ দুটি নয়নতারা,
আজিলো করিব সারা,
কাল নাহি করিব দর্শন।

দুর্জ্জয় মান।

১

আর না হেরিব সখি কালবরণ,
কালা বঁধু শঠ বড়,
নারী বধে অতি দড়,
হেন আর না দেখি কখন।
বংশীদ্বারে হরি মন,
হয় শেষে অদর্শন,
মুখামৃতে হরে লো জীবন।

আর না হেরিব সখি কালবরণ,—
হেরি কাল কোকিলায়,
পরাণ জ্বলিয়া যায়,
কাল কেশ করিব বর্জ্জন।
এ দুটি নয়নতারা,
আজিলো করিব সারা,
কাল নাহি করিব দর্শন।

না হেরিব আর সখি কালবরণ,—
কালিন্দির কাল জলে,
লইয়া সঙ্গিনীদলে,
আর নাহি করিব গমন।
হৃদয় হইল চূর,
কাল হ'তে রব দূর,
সহেনা সহেনা এ জ্বালা ভীষণ।

আর না হেরিব সখি কালবরণ,
হেরি সই কাল মেঘ,
উথলে হৃদয়-বেগ,
কাল হেরি হই অচেতন।
কালা-প্রেমে জ্বলে চিত,
না বুঝিয়া হিতাহিত,
কাল বিষ করেছি ভক্ষণ।

হেরিবনা আর সখি কালবরণ,
ল'য়ে অনুরাগ ভার,
কদম্ব তলেতে আর,

ভুলেও না যাইব কখন।
কালাস্মৃতি যাহে আছে,
যাইবনা তার কাছে,
হেরিব না আর সে বদন।

আর না হেরিব সখি কালবরণ,
দেখ সখি মোর পাশে,
কালা যেন নাহি আসে,
কুঞ্জদ্বার করিও রক্ষণ।
নিষেধিলে যদি আসে,
ল'য়ে যেও রাজ-পাশে,
পুষ্পডোরে করিয়া বন্ধন।

দুর্জ্জয় মান।

২

আসি শ্যাম রাই পাশে।
গললগ্ন কৃতবাসে,
কহে প্রেমময়ি ক্ষমলো মোয়।
হেরি সখি তুহুঁ মান
হের যায় মঝু প্রাণ,
সরল পরাণে কহিনু তোয়।

এত বলি পদোপর,
কানু অরপিলা কর,
রোষই রাই ফটকল হাত।
তবুও সাহসভরে,
যুগল চরণ'পরে,
মান তরেতে পড়ে প্রাণনাথ।

তবু মান শান্ত নয়,
ধনী নাহি কথা কয়,
আপন মনে লিখই ধরণী।
আকুল হইয়া তবে,
কহে কানু সখী সবে,
কি অব্ করব কহ সজনী!

সখীরা রুষিয়া কয়,
ভাল বটে রসময়,
নিতুই মোরা কতই শিখাব!
নিতি নব দোষে কান্,
তুঁহি বাড়ায়সি মান,
আই আই শরমে কোথা যাব!

কতবেরি কহিলাম,
দোখ না করসি শ্যাম,
তবহিঁ তুঁহি না ছোড়লি দোষ,
দোষ করি সাধ পায়,
নিতি কত ক্ষমা যায়,
অবহুঁ কাহে বৃথা আপশোস।

সখীরা নিঠুরা হ'য়ে,
দূরে গেল এত ক'য়ে,
নয়নলোরে ভাসে রসরায় ।
বসি বঁধু নিরজনে,
ভাবই আপন মনে,
অবহুঁ কি করব উপায় ।

দুর্জ্জয় মান ।

৩

কহিছে বঁধুয়া সখীর ঠাম ।
আর দোষ নাহি করব হাম ।
ধরিলো তোদের সবার করে,
মিলাও মানিনী করুণাভরে ।
যাহে অভিমান ছোড়ব রাই
মোরে দয়া করি করলো তাই ।

সখীরা কহিছে কভি না হোয়,
বার বার কত কহব তোয়।
কুঞ্জে যেতে মানা করেছে রাই,
তব্ কাহে পথ রয়েছ চাই।
তোমার দোষেতে পাইয়া ব্যথা—
কহিল সো ধনী মরম কথা।
কালবরণ না হেরিবে আর
নিষেধ তোমার নিকুঞ্জদ্বার।
যেখানে নিশীথে ছিলে হে শ্যাম,—
যাও হে তুরিতে সো ধনী ঠাম।
এক ফুলে যাহার পিরীতি নাই,
না হেরে তাহার বদন রাই।
এতই বলিয়া সখীরা যায়।
পড়ল বঁধুয়া বিষম দায়।

বিদেশিনী।

নবীনা ষোড়শী এক বীণায় তুলিল সুর,
উঠিল সে তানে মাতি এ সারা বরজপুর।
শুনি সেই তানলয়,
রাই মূরছিত হয়,
কেমন হৃদয়খানি কাঁপিতেছে দুরুদুর।

কে বাজায় হেন বীণা মাতায়ে রাধিকা-প্রাণ।
চলিল দেখিতে সখী কোথা হ'তে আসে তান।
নেহারিল সহচরী,
যমুনা সৈকত'পরি,
নবীনা ললনা এক বীণায় গাহিছে গান।

সুধাইল "কেগো তুমি তুলেছ ললিত স্বর,
ও ধ্বনিতে শ্রীমতীর চিতখানি জ্বর জ্বর।
তোর বীণা শুনি যেন,
কানুর বাঁশরী হেন,
মূরছিত হ'য়ে রাই পড়িয়াছে ধরাপর।

কানু বিনা প্রাণখানি ছিল শুধু রাধিকার,
কোথা হ'তে এলি তুই সেটুকু হরিতে তার ?"
শুনিয়া ষোড়শী কয়,
"কেন ধনী কর ভয়,
শুনিয়া বীণার তান কোথা প্রাণ গেছে কার ?

আমি বিদেশিনী বালা বহুদূরে মোর ঘর,
পিরীতি গরলে মোর চিতখানি জ্বর জ্বর।
নিঠুর পুরুষ জনে,
প্রেম ঢালি প্রাণপণে,
করিতেছি নিতি পূজা বসায়ে হৃদয়োপর।

সে দিছে হৃদয় খানি ভাঙি মোর উপেখায়,—
আন সনে বঞ্চে নিশি তেয়াগিয়া সে আমায়
তাইলো কাতর হ'য়ে,
সে তীব্র বেদনা ব'য়ে,
হেথা সেথা ঘুরে মরি করি শুধু হায় হায়।

গাহিছে এ বীণা নিতি আমারি মর্ম্মের গান।
আমারি প্রাণের ব্যথা সখি এর তান মান।
এবে সাধ লো আমার,
পুরুষ জনেরে আর,
দিবনা প্রণয়-প্রীতি এ দেহে থাকিতে জান।

এখন বাসনা এই কোন রসবতী পাই,
তাঁর কাছে দাসী হয়ে থাকি সখি সর্ব্বদাই।
প্রেমে পূজা করি তার,
ঘুচাই বিষাদ-ভার,
এখানে এসেছি আজ খুঁজিতে খুঁজিতে তাই।

শুনিনু এখানে আসি রাধানামে এক ধনী,
বড় নাকি রসবতী বিমল প্রেমের খনি!
তুমি মোরে করুণায়,
দাসী করি তার পায়,
রাখিবারে চির তরে পার নাকি লো সজনি!

দাসী হ'য়ে যদি সখি ঠাঁই লভি তার পায়,—
শুনিব তাহার দুখ মোর দুখ কব তায়।
ঢালি মোর আঁখিজল,
ধুব তাঁর পদতল,
তাঁর আঁখিধারা পাতি লইব লো এ হিয়ায়।

হাসিয়া কহিছে সখি "এই কি দাসীর কাজ?"
শুনি কহে বিদেশিনী মরমে পাইয়া লাজ।
আদেশ পাইলে পর,
সাজাব নিকুঞ্জ ঘর,
বনফুলে ক'রে দিব বঁধুয়া মোহিনী-সাজ।

ঈঙ্গিত পাইলে তাঁর কহিব বঁধুয়া জনে,
ভাঙ্গিতে দারুণ মান ধরি দুটি শ্রীচরণে।
বঁধুয়া মিলন তরে,
লয়ে যাব কুঞ্জঘরে,
নিদ্রার কোমল কোলে শুতিলে গুরুয়াগণে।

শিখাইব সমাদরে বঁধুরে করিতে মান,—
শিখাইব প্রেমকলা যদি লো শিখিতে চান।
সখী মোর মাথা খাও,
আমারে লইয়া যাও,
তাঁর সে চরণে আমি দিব চির-আত্মদান।

এত শুনি তবে সখী ধরি বিদেশিনী কর,
ল'য়ে যায় রাই পাশে প্রেমে চিত গর গর।
প্রেম রসে ভরা প্রাণ,
বীণায় তুলিয়া তান,
রাই ভেটিবারে যায় বিদেশিনী অতঃপর।

বীণা ধ্বনি শুনি রাই বাহিরিল ছাড়ি ঘর,—
সমাদরে বসাইল ধরি ধনী তঁহিকর।
মাতায়ে সবার প্রাণ,
বীণায় ছুটিছে তান,
শুনিছে নীরবে রাই চিত কাঁপে থর থর।

বলে রাই "হেন বাঁশী বাজায় লো নটবর;
"রাধা" নামে তার বাঁশী সাধা সখি নিরন্তর।
দারুণ মানের ভরে,
তেয়াগিনু সো নাগরে,
তাহার বিরহে এবে হিয়া মঝু জ্বর জ্বর।

তোরে হেরে দূরে গেল আজি সে সকল দুখ,
প্রভাত হইল আজি দেখি বা কাহার মুখ!
বল্ কি বাসনা তোর,
যাহা কিছু আছে মোর,
তোর পদে ঢেলে দিয়া চাহি লভিবারে সুখ।

এত শুনি বিদেশিনী মধুরে মৃদুলে কয়,—
শুনিয়াছি রাই তুমি বড় নাকি দয়াময়!
তাই লো তোমার পাশে,
এসেছি করুণা আশে,
বাসনা তোমারে সেবি ঘুচাব বেদনাচয়।

প্রেমের দেবতা সখি তুমি লো হইবে মোর,—
তোমার প্রীতির লাগি এ হৃদি করিব ভোর।
তোরে ঢালি ভালবাসা,
মিটাব প্রেমের আশা,
পরিবে কি তুমি ধনি বল মোর প্রেম-ডোর ?

রাই কহে "তুহুঁ গুণে বিমোহিত এ জীবন,
এমনি অমিয়ামাখা ছিল সে বঁধুয়া ধন।
তোরে—দিতে কিছু উপহার,
বড় সাধ লো আমার,
কিন্তু কিবা দিব বল নাহি তব যোগ্য ধন।

কহে তবে বিদেশিনী প্রেম রসে ভরা প্রাণ,
দিতে যদি সাধ দেহ তব মানটুকু দান।
তখন গোপিকাদল,
বুঝিল কানুর ছল,
দারুণ মানের দায়ে মাধব পাইলা ত্রাণ।

পঞ্চদশ তরঙ্গ।

জলকেলী।

সিনান সময় ভেল
যতেক সঙ্গিনী দলে,—
শ্রীমতীরে ল'য়ে সাথে
চলিলা যমুনা-জলে।
বসন রাখিয়া তীরে,
যতেক গোপীকা ধীরে,
রসে ডগমগ চিত
নামিল যমুনা মাঝ,
উদিল একত্রে যেন
শত দ্বিজরাজ-রাজ।

জল ফেলা ফেলি করে
মিলিয়া সঙ্গিনীগণে,
কেহ হারে কেহ জিনে
কেহ কারে তুল্য রণে।

আলুলিত কেশদল,
চুমিছে যমুনা জল,
নবীন নীরদ যেন
তেয়াগিয়া নভকায়,
কত আশা বুকে ল'য়ে
পশিয়াছে যমুনায়।

হেন কালে সেই খানে
দেখা দিলা নটবর,
বিভল গোপীকাকুল
লাজে চিত থরথর।
না হইল কেলী সারা,
সবাই আপনা হারা,
রসিক শেখরে হেরি
সবে লাজে স'রে যায়।
খান খান হ'য়ে যেন
বিজুরী আকাশে ভায়।

আহামরি কিবা তাহে
নবশোভা উথলায়,—

ফুটল নলিনীদল
যেন সারা যমুনায় !
নামি কানু, যমুনায়,
পুন যত গোপীকায়,
একত্রে মিলায়ে করে—
জলকেলি নব ঠাম,
এক দিকে গোপীকুল
একা একদিকে শ্যাম।

তবু গোপীদল নারে
জিনিতে নাগর রাজ,—
ছরম হওলো বড়
মরমে পাওল লাজ।
ছরমে গোপীকাগণ,
হওল বিভল্ল মন,
খেলা সারি পরে সবে
আপন ভূষণ বাস
রাধার মরমে জাগে
বঁধুয়া মিলন আশ।

মুখে না ফুটিল ভাষা
নয়ন বলিল সব,
আঁখি পথে প্রেম-ভেট
অরপিলা সো মাধব।
তখন সে দুটি প্রাণ,
প্রেমাবেগে আনচান,
উভয়ে উভয়ে হেরে
ভাবরসে নিমগন।
হেরি সে প্রেমের ভাতি
বিমোহিত সখীগণ।

ইষ্টদেবে পূজিবারে
মিলিয়া সঙ্গিনী যত
এনেছিল তুলি ফুল
নিজ নিজ মনোমত
সেই ফুলে গাঁথি মালা,
সখীরা সাজায় কালা,
কানুও গাঁথিয়া মালা দিলা রাইকণ্ঠোপর
অতঃপর গেলা দোঁহে নিভৃত নিকুঞ্জ-ঘর।

সপ্তদশ তরঙ্গ ।

মধ্যাহ্নলীলা।

(১)

রাধাকুণ্ড তীরে
রাধামাধব খেলায়,—
হেরি সে মধুর ছবি, মোহিত ভকত সবি,
শত আঁখি ল'য়ে বিশ্ব
সে মাধুরী চায়।

হেরি সে সুষমা ঢেউ
ছোটে তট পানে।
নলিনী প্রেমেতে মাতি, হেরে সে যুগল ভাতি;
পাপিয়া মিলন গীতি
গাহে মৃদু তানে।

রবিকর ধীরে চুমে
দুঁহার বদন,
শ্রমজলে ভাসে কায়, বসন ভিগল তায়,
তবে যত সখীগণ
করিয়া যতন—

নবীন পল্লব রাজি
আনিয়া তখন,
তঁহি রচে কুঞ্জবন, কি মাধুরী অতুলন,
নব কিশলয়ে সেজ
করিল রচন।

নাগর নাগরী রাজে
তাহার মাঝার,
দুঁহে বাঁধা ভুজ পাশে, দুঁহে মৃদু মৃদু হাসে,
দুঁহে দুঁহু চুমে বহে
সুখের পাথার।

কভু রাই অঙ্গে কানু
পড়ত ঢুলিয়া,
কভু রাই শ্যাম-অঙ্গে, লুটিছে পিরীতি রঙ্গে,
কভু বা আবেশে পড়ে
ধূলায় লুটিয়া।

শত চুম্ব দিয়া মুখে
বঁধুয়া তখন,
নাগরী লইয়া বুকে, ডুবিলা পিরীতি সুখে,
লাজময়ী কমলিনী
আনত বদন।

নবীনা নাগরী বালা
নাহি টুটে লাজ,
ধরি কর বঁধুয়ার, করে শত পরিহার,
না শুনই পিয়া-বাণী
সো রসিকরাজ।

মধ্যাহ্ন-লীলা।

২

নবীন পল্লবে কুঞ্জ করিয়া রচন
তার মাঝে রাই কানু নিল সখীগণ।
নাহিক তপন-তাপ শ্যাম স্নিগ্ধ ছায়,
সখীগণ দুই পাশে চামর ঢুলায়।
ঢলঢল দুহুঁ তনু প্রেমে নিমগন,
দুঁহে দুহুঁ মুখ হেরে ঢুলই নয়ন
সেই প্রেম চাহনীর তুলা নাহি আর,
যে দেখিল সে চাহনী সেই সাক্ষী তার।
দুঁহে দুহুঁ ভুজে বাঁধা নয়নে নয়ন
দারিদ্র রতন সম দুঁহার দুজন।
ছাড়িতে তিলেক তরে কেহ না পারয়,
আঁখি পালটিতে নারে বিচ্ছেদের ভয়।

অষ্টাদশ তরঙ্গ।

আরাত্রিক।

১

সন্ধ্যা আগমন,
করি দরশন,
করিয়া যতন,
কুঞ্জের ভিতর,
দীপ মনোহর,
জালে সখীগণ।
সাজাইতে কালা,
গাঁথে ফুল মালা,
মনের মতন।

করি রত্ন ঝারি,
সুবাসিত বারি,
রাখিল যতনে,
দ্বারের নিকট,
সুমঙ্গল ঘট,

রাখে সখীগণে।
মিলি সখীকুল,
আনি চারু ফুল,
পাতে কুঞ্জবনে।

কুঞ্জের সমীপ,
রাখে ধূপদীপ,
অগুরু চন্দনে।
রতন আসন,
বিছায় তখন,
প্রেমে সখীগণ।
আসিয়া নাগর,
সো আসন পর,
বসিলা তখন।

তবে বঁধুয়ায়,
সখীরা সাজায়,
কুসুম ভূষণে।
সাজাইয়া রাই,
আনিয়া তথাই,

বসায় আসনে ।
দুহেঁ দুহুঁ রূপে,
ডুবে চুপে চুপে,
বিভল জীবনে ।

খোল করতাল,
বাজিছে রসাল,
মথিয়া জীবন,
প্রেম-ভোর হ'য়ে,
রত্নদীপ ল'য়ে,
ললিতা তখন,—
আরতি করয়,
সুধা বরিষয়,
কিবা অতুলন ।

কিবা সে সুষমা,
না মিলে উপমা,
বিশ্ব আত্মহারা ।
সে প্রেম মিলনে,
তারা বধূগণে

ঢালে প্রেম-ধারা,
শিশির ছলায়,
পড়ে তা ধরায়
হ'য়ে মাতোয়ারা।

আরাত্রিক।

(২)

বসিঠল রাই কানু রতন আসনে,
দুপাশে চামর বায় করে সখীগণে।
চৌদিকে কুসুমদল সুরভি ছড়ায়।
উছলিছে কুঞ্জবন চাঁদিমা ছটায়।
খদ্যোৎ মালিকা যত নবীন প্রবালে,—
হীরকের বিন্দু সম কিবা শোভা ঢালে।
হেরি সে মধুর ছটা তারকা নিকর—
আপন সপত্নী ভাবি ঝোপের ভিতর,—
ঘোমটা খুলিয়া ধীরে নীরবেতে চায়।
উথলি উঠিল কুঞ্জ সে পূত ছটায়।

গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ লইয়া তখন,
ললিতা আরতি করে মনের মতন।
উঠিল শঙ্খেতে কিবা সুমঙ্গল তান,
ভাতিল কি যেন তাহে জীবনের গান।
মধুর আরতি কিবা যাই বলিহারি,
ভকত বলিছে জয় কিশোর পিয়ারী!



ঊনবিংশ তরঙ্গ।

রসালস।

জাগরণে শ্রান্ত
কিশোর কিশোরী,
যতন করিয়া
যত সহচরী—

কুসুমে পালঙ্ক
বালিশ করিল,
নব কিশলয়ে
শেজ বিছাইল।

প্রেমাবেগে দুহুঁ
চিত ঢল ঢল,
শুতল কিশোর
কিশোরী যুগল।

মেঘেতে জড়িত
বিজলী যেমন,
নিদাবেশে দুঁহে
শুতল তেমন।

রয়েছে বদনে
চর্ব্বিত তাম্বূল,
শিথিল ওড়না
অঙ্গের দুকূল।

খসিয়া প'ড়েছে
অঙ্গের ভূষণ,—
বঁধুর চূড়াটি
খুলেছে তখন।

কিশোরীর বেণী
লুটিছে শয্যায়
ফণি মানি তাহে
ভ্রম উপজায়।

অঝোরে ললাটে
ঝরিতেছে ঘাম,
মুছে গেছে তাহে
অৰ্দ্ধচন্দ্র দাম।

মরি মরি কিবা
এ যুগল রাজে।
চন্দ্র—বুকে কুমু
যেন সর মাঝে।

বিংশ তরঙ্গ ।

কুঞ্জভঙ্গ।

সরায়ে আঁধার ঘটা,
ছড়ায়ে রক্তিম ছটা,
উদিয়াছে পূর্ব্বাকাশে সোনালী তপন।
চমকি উঠিয়া রাই,
কহিছে বঁধুরে চাই,
জাগ জাগ জাগ ত্বরা রাধিকা-রমণ।

মুদিত চাঁদিমা ছবি,
পূরবে উঠেছে রবি,
কেমনে এখন গৃহে করিব গমন!
শ্বাশুড়ী ননদী যবে,
সুধাবে কি কব তবে,
বলহে কেমনে বঁধু দেখাব বদন!

দারুণ পড়সীগণ
সদা বলে কুবচন,
তাহে যদি দেখে হ'তে কুঞ্জের বাহির,—
গঞ্জনার ঘায়ে প্রাণ,
করিবে হে খান খান,
হের মোর আতঙ্কেতে কাঁপিছে শরীর।

শুধু কলঙ্কের তরে
প্রাণ মোর নাহি ডরে,
তোমারে যদি হে কেহ বলে কুবচন,
মরণ অধিক হবে,
সে আমারে নাহি সবে,
তাই ভাবি ওহে বঁধু কি করি এখন!

উঠিয়া নাগর বর,
ধরি বিনোদিনী কর,
কহে ধনি কেন হেন ভয় অকারণ?
নারী সাজ পরিহরি,
রাখালের বেশ ধরি,
গৃহে চল না লখিবে পথে কোনজন।

দারুণ কুলের লাজে,
তবহিঁ রাখাল সাজে,
গৃহে যাইবারে ধনী করে আয়োজন।
আঁখি নীরে দুজনায়,
পথ খুঁজে নাহি পায়,
বালা করে মন দুখে রবিরে নিন্দন।

একবিংশ তরঙ্গ।

রসালাপ।

সুধাইলা কমলিনী চাহি প্রাণ কালারে,
কেন ভালবাস এত আহিরিণী বালারে !
ব্রজে আছে কতশত রূপবতী ললনা.—
তাহে কেন বাঁধানও একবার বলনা !

আমিত জানিনা বঁধু তুয়া সেবা করিতে,
মুগধিনী থাকি শুধু ডুবি মান সরিতে।
তবুও তবুও কেন এত ভাল বাসিছ
এ মুখ চাহিয়া কেন সদা প্রেমে ভাসিছ !

প্রিয়াবাণী শুনি কানু কহে প্রেমে ঢলিয়া
"কেন ভালবাসি তোরে কি জানাব বলিয়া
ভাষায় সে ভাষা আমি খুঁজিয়া না পাই লো
ওরূপ তরঙ্গে আমি শুধু ভেসে যাই লো !

আমার সৌন্দর্য্য যত সবি তুঁহু মিলনে
শরত আগমে যথা কাশ * নদী-পুলিনে
সারাধরা উঠে ধনি মোর রূপে মাতিয়া
এ চিত উথলে শুধু তুঁহু রূপ ভাতিয়া।

তিল না হেরিলে তোরে রহি মর্ম্মে মরিয়া
দরশ তিয়াসে আঁখি সদা মরে ঝরিয়া
তুহুঁ নামে শিখি পাখা আছে শির রাজিয়া,
তোমারি নামেতে মোর বাঁশী উঠে বাজিয়া।

তুহুঁ নামে দাসখত লিখে দিছি যতনে,
বহি যে নন্দের বাধা সে তোমারি কারণে।
তুহারি প্রেমেতে মোর বাস ব্রজ ভুবনে,
দেখ দাসে ভুলিওনা ঠাঁই দিও চরণে।

এত বলি প্রেয়সীর পদদুটি ধরিয়া,—
রসিক মাধব পড়ে প্রেম রসে ঢলিয়া
প্রেমের তুফান ছুটে দুহাঁকার মরমে।
বালা কবে আত্মহারা হবে প্রেম ধরমে।

---

* কাশ—কাশফুল।

নিবেদন।

কহিছে রাধিকা বঁধুয়া ঠাঁই,
তুহুঁ বিনা মেরা আপন নাই।
তুহাঁরি কলঙ্কে করিয়া হার,
করেছি বঁধুয়া ভূষণ সার।
পূরবিক পুণ্য কতই ছিল,
তুয়া হেন নাহ তাই মিলিল।
আমি গুণহীনা মুগধা নারী
তুয়াগুণ কিবা কহিতে পারি।
নিজগুণে ঠাঁই দিয়াছ পায়;
রেখহে বঁধুয়া চরণ ছায়।
কি আর মাধব কহিব তোরে,
চরণ ছাড়া না করসি মোরে।
অবলা নিয়ত করে হে দোষ,
ক্ষমিও বঁধুহে না কর রোষ।
এই নিবেদন রাখিও মোর,
ওহি পদে চির হওনু ভোর।

সমাপ্ত।

হেয়ার প্রাইজ এসেফাণ্ড্ হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত,
কবিবর নবীনচন্দ্র সেন, সাহিত্য সুপণ্ডিত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী এম.এ, উৎকল কবিবর রায় রাধানাথ রায়বাহাদুর স্কুল-ইনেস্‌পেক্টর ময়ূরভঞ্জাধিপতি প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রশংসিত বঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠিতা

সুকবি

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী (মুস্তোফী) প্রণীত

মর্ম্মগাথা	৸৹
প্রেমগাথা	১৲
অমিয়গাথা	১৲
ব্রজগাথা	১৲
আবাল বৃদ্ধার শিক্ষোপযোগী গদ্যগ্রন্থ নারীধর্ম্ম	৷৹

২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান; কলেজষ্ট্রীট সিটিবুক সোসাইটি ও ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরি এবং খগেন্দ্রনাথ মুস্তোফী হুগলী, এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

	6	7	

14	15	16